রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ১০, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শাখা]

সাধারণ আদেশ

তারিখ: ১২ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: **কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ম্যানুয়াল, ২০২৩ অনুযায়ী অডিট কার্যক্রম পরিচালনা।**

নং ৩১/কাস্টমস/২০২৩—আমদানি পণ্যচালানসমূহ বন্দরে পৌঁছার পর কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে কাস্টমস আইন এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলী প্রতিপালনপূর্বক বন্দর ত্যাগের পরে একজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কোনো হিসাবপুস্তক, নথিপত্র, স্থাপনা, অনুসৃত পদ্ধতি, প্রাসঙ্গিক বাণিজ্যিক দলিলাদি, বিক্রয় চুক্তি, আর্থিক এবং অ-আর্থিক রেকর্ড, পণ্যের বা কাঁচামালের প্রকৃত স্টক এবং আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত অন্যান্য সমজাতীয় সম্পদ পরীক্ষাকরণের উদ্দেশ্যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক, Customs Act, 1969 এর Section 83C এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে এবং একই আইনের Section 219B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ম্যানুয়াল, ২০২৩ প্রণয়ন করা হলো।

২। এ আদেশ জারীর পর সকল প্রকার পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ম্যানুয়ালে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এই আদেশের মাধ্যমে ইতোপূর্বের এ সংক্রান্ত সকল আদেশ বাতিল করা হলো।

৩। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ম্যানুয়ালে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার শৈথিল্য যেন প্রদর্শন করা না হয় তা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। উপরন্তু, এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখায় মাসিক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সফিউর রহমান
প্রথম সচিব (কাস্টমস: আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা)।

মূল্য: টাকা ৯৬.০০

কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ম্যানুয়াল, ২০২৩

অধ্যায়-১
উপক্রমণিকা

১.১ ভূমিকা

এই অডিট ম্যানুয়ালে Customs Act, 1969 এর আলোকে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট সম্পাদনের নীতি ও পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। সুষ্ঠু অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে এই ম্যানুয়ালে উল্লিখিত অধ্যায়সমূহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অডিট টিমের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, এই ম্যানুয়াল কর্মকর্তাগণকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকে অডিট পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিচালনা, রিপোর্টিং ও ফলোআপ করতে সহায়তা করবে। এই ম্যানুয়ালে বর্ণিত পদ্ধতির বাহিরে অডিট টিম বা তত্বাবধানকারী বা কমিশনার স্বীয় প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে আইন ও বিধি অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন। এই ম্যানুয়ালের কোন বিষয় বিদ্যমান আইন বা বিধির সাথে সাংঘর্ষিক হলে সেক্ষেত্রে আইন ও বিধি প্রাধান্য পাবে।

১.২ অডিট ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্য

এই ম্যানুয়ালটিতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের কাঠামো, পদ্ধতি এবং নির্দেশনা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অডিট কার্যক্রম দক্ষ এবং কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়। কাস্টমস অডিট ম্যানুয়াল প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

(ক) কাস্টমস অডিট ব্যবস্থাকে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে অধিকতর কার্যকর পদ্ধতিগত ও প্রায়োগিক কর্মপ্রক্রিয়া নির্ধারণ;

(খ) অডিট প্রক্রিয়া ও উক্ত কার্যক্রম সম্পর্কে কাস্টমস কর্মকর্তাদের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা, যার মধ্যে রয়েছে ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারণ, অডিট এর জন্য নির্বাচন, পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং অডিটের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি;

(গ) বিদ্যমান নীতি ও পদ্ধতির আলোকে একটি পেশাদার, সমন্বিত, দক্ষ, সুসংহত ও নিবিড় অডিট পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

(ঘ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যথাযথ ব্যবহার এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি সমনীতির ভিত্তিতে ন্যায়ানুগ আচরণ নিশ্চিত করা; এবং

(ঙ) পরিহারকৃত শুল্ক-করাদি (Evaded Duty-Tax) আদায়ের ক্ষেত্রে যেন কোন প্রকার পদ্ধতিগত ত্রুটি (Procedural Lapses) না থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

১.৩ কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এর উদ্দেশ্য

ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও দ্রুততর সেবা প্রদানের মাধ্যমে পণ্য ছাড়করণ এবং ছাড়কৃত পণ্যসমূহের দলিলাদি যাচাইসহ অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) আমদানি/রপ্তানি ঘোষণার যথার্থতা যাচাই করার লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক দলিলাদি ও রেকর্ডসমূহ পদ্ধতিগত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরীক্ষণ;

(খ) বিদ্যমান আইন ও বিধি বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে কাস্টমস ঘোষণা (বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট) যথাযথভাবে দাখিল করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিতকরণ;

(গ) যথাযথ প্রদেয় রাজস্ব নিরূপিত/আদায় করা হয়েছে কি না অথবা সরকারি পাওনা আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে কি না তা যাচাইকরণ;

(ঘ) AEO ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য কমপ্লায়েন্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আমদানি/রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ;

(ঙ) পণ্য আমদানি/রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধ, লাইসেন্স, কোটা অথবা অন্যবিধ নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিতকরণ;

(চ) পণ্যচালানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অনুমোদন ও অনুমতি সংক্রান্ত শর্তাবলী যা প্রযোজ্য আছে, তা প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিতকরণ;

(ছ) আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি কমানো, অর্থ পাচার রোধ, স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, TFA, IPR ও ট্রেডমার্কসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিতে অনুসমর্থন রয়েছে এমন সকল মানদণ্ড যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ ;

(জ) LC, LCA, IGM, Invoice, Packing List, Proforma Invoice ইত্যাদি পর্যালোচনাকরণ; এবং

(ঝ) বাণিজ্য চুক্তির অধীন আমদানিকৃত/ ছাড়কৃত পণ্য চালানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্ত বিশেষত: রুলস অব অরিজিন প্রতিপালন হয়েছে কি না তা যাচাইকরণ।

(ঞ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্য চালানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তসমূহ প্রতিপালিত হয়েছে কি না এবং প্রযোজ্য ফি/চার্জসমূহ যথাযথভাবে আদায় হয়েছে কি না তা যাচাইকরণ।

(ট) আমদানি-রপ্তানির সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, এজেন্ট এবং অন্যান্য অংশীজনদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যা তাদের আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ।

১.৪ অডিট এর পরিধি

পণ্য আমদানি-রপ্তানি অথবা কাস্টমস নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে পণ্য গ্রহণ, মজুদকরণ, উৎপাদন ও সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি; যেমন:

(ক) আমদানিকারক/রপ্তানিকারক বা আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের মালিক;

(খ) আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের ঘোষণাকারী;

(গ) আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের প্রেরক;

(ঘ) আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের পরবর্তী অধিগ্রহণকারী;

(ঙ) আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের কাস্টমস এজেন্ট;

(চ) আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের সংরক্ষক (Custodian);

(ছ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO);

(জ) অন্যান্য ব্যক্তি/ কোম্পানী যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমদানিকৃত চালানের সাথে জড়িত; এবং

(ঝ) কাস্টমস আইন ও আইনের আওতাধীন বিধিমালা মোতাবেক অডিটের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান।

১.৫. কাস্টমস নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ

বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার বিবেচনায় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র বা বিষয়ে কাস্টমস জনবল ও সম্পদ নিয়োগ করে থাকে। অডিট-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি সাধারণত সরকারের রাজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণসহ যুগোপোযোগী বাণিজ্যিক গতিশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাস্টমস আধুনিকীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। কাস্টমস নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

ধাপ-১: প্রাক-খালাস (Pre-Clearance)

ধাপ-২: প্রাক-খালাস মূল্যায়ন (Pre-Clearance Evaluation)

ধাপ-৩: খালাসোত্তর নিরীক্ষা (Post Clearance Audit)

ধাপ-৪: তদন্ত (Investigation)

১.৬ গোপনীয়তা

কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এর জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/আমদানিকারক/ রপ্তানিকারক বা কাস্টমস এজেন্ট কর্তৃক সরবরাহকৃত যেকোন তথ্য/দলিলাদি সংবেদনশীল হওয়ায় Customs Act, 1969 এর Section 204B অনুযায়ী উক্ত তথ্য/দলিলাদির গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

অধ্যায়-২

কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এর আইনগত ভিত্তি ও ব্যবস্থাপনা

২.১ কাস্টমস কর্মকর্তাদের অডিট পরিচালনার আইনগত ভিত্তি

কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আইনগত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনগত অধিকার ও বাধ্যবাধকতাসমূহ Customs Act, 1969 এর নিম্নে বর্ণিত ধারাসমূহে উল্লেখিত রয়েছে:

Section 4 : কাস্টমস কর্মকর্তাদের ক্ষমতা
Section 7 : সহায়তা দাবি করার অধিকার
Section 26 : ডকুমেন্ট উপস্থাপন করার নির্দেশনা জানানোর ক্ষমতা
Section 26A : যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহে এরূপ কাস্টম কর্মকর্তার ডকুমেন্ট সংক্রান্ত অধিকতর ক্ষমতা
Section 26B : ডকুমেন্ট ও রেকর্ড দখলে নেয়া ও রাখার ক্ষমতা
Section 26C : অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত দলিলাদির অনুলিপি নেয়ার ক্ষমতা
Section 26D : অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত দলিলাদি এবং পণ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা
Section 32 : সঠিক তথ্য দাখিল করার বাধ্যবাধকতা
Section 48 : ডকুমেন্ট উপস্থাপন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা
Section 83A : নিরূপিত শুল্ক সংশোধন করার ক্ষমতা
Section 83B : শুল্কায়ন সংশোধন করার সময়সীমা সম্পর্কিত ক্ষমতা
Section 83C : রেকর্ডসমূহ অডিট বা পরীক্ষা করার ক্ষমতা
Section 196L : সরকার কর্তৃক রেকর্ড চাওয়া ও পরীক্ষা করার ক্ষমতা
Section 199 : পণ্যের নমুনা উত্তোলন ও পরীক্ষণের ক্ষমতা
Section 211 : ব্যবসায়িক রেকর্ড সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা

এছাড়াও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত এসআরও, আদেশ, ব্যাখ্যাপত্র ইত্যাদি।

২.২ আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

অডিট টিম কাস্টমস আইন ও বিধিমালা যথাযথ অনুসরণপূর্বক নিম্নোক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার বিধান রয়েছে:

(ক) অডিটাধীন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির ব্যবসা কার্যালয়ে প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা;

(খ) ব্যবসা সংক্রান্ত নথি-পত্র, ব্যবসায়িক সিস্টেম এবং আমদানি রপ্তানির জন্য কাস্টমস ঘোষণা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক দলিলাদি (ডিজিটাল সার্ভার ও ক্লাউড সার্ভারসহ যেকোনো ইলেক্ট্রনিক তথ্য/উপাত্ত) দাখিল করার নির্দেশ প্রদান, উত্তোলন, পরীক্ষণ, আটক বা জব্দ করার অধিকার;

(গ) পণ্যের নমুনা পরিদর্শন, সংগ্রহ ও পরীক্ষা করার ক্ষমতা;

(ঘ) বাজেয়াপ্তযোগ্য যেকোন পণ্য আটককরণ এবং প্রয়োজনে পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারী, দখল বা তত্ত্বাবধানকারীর নিকট বিধিমালা অনুযায়ী জিম্মায় হস্তান্তরকরণ;

(ঙ) বাংলাদেশে বিদ্যমান অন্যান্য আইন ও বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রদান;

(চ) আইন ও বিধি অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম।

২.৩ অডিট প্রক্রিয়াধীন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও অধিকার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য বাধ্যবাধকতা ছাড়াও কাস্টমস আইনে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত আইনি অধিকার সম্পর্কে অডিট টিম এবং অডিট প্রক্রিয়াধীন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সচেতন থাকতে হবে। এ সকল অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

(ক) নির্দিষ্ট দলিলাদি, তথ্য এবং রেকর্ড সংরক্ষণ ও উপস্থাপন ;

(খ) অডিটের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক কার্যালয়ে আগত অডিট টিমের সদস্যদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়াসহ এতদুদ্দেশ্যে তাদের নিযুক্তির স্বপক্ষে যথাযথ দলিলাদি চাওয়ার অধিকার;

(গ) শুল্কায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আইনগত ব্যাখ্যা পাওয়ার অধিকার;

(ঘ) বাণিজ্যিক দলিলাদির গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণের অধিকার;

(ঙ) অডিট টিম কর্তৃক উত্থাপিত কোন অভিযোগ বা দাবীর বিরুদ্ধে রিভিউ বা আপিলের অধিকার।

২.৪ অডিট টিমের সাংগঠনিক কাঠামো

সিস্টেম বেইজড অডিট কার্যক্রমের মূল তদারকি ও বাস্তবায়নে থাকবে কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট। এছাড়া, সকল কাস্টম হাউস এবং কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ট্রানজ্যাকশন বেইজড পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট পরিচালনা করবেন। এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ নিম্নবর্ণিত অডিট টিম গঠন করবেন:

ক্রমিক	পদবী	কমিটি'তে অবস্থান
১.	কমিশনার	অডিট অনুমোদনকারী
২.	অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার	তত্ত্বাবধানকারী
৩.	ডেপুটি কমিশনার/সহকারী কমিশনার	দলনেতা
৪.	রাজস্ব কর্মকর্তা	সদস্য (এক বা একাধিক)
৫.	সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা	সদস্য (এক বা একাধিক)

পণ্যচালান বা প্রতিষ্ঠানের সংবেদনশীলতা বিবেচনায় কমিশনার প্রয়োজনে যুগ্ম কমিশনারকে দলনেতা হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারবেন।

২.৫ অডিট টীমের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণ, ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, পরিহারকৃত রাজস্ব উদঘাটন ও আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের অডিট টিম নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন:

১. Customs Act, 1969 এর বিধি-বিধান অনুসারে অডিট/অনুসন্ধানের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন;

২. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অডিট সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার (Database) তৈরী, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ এবং দাপ্তরিক প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করা;

৩. অডিট পরিকল্পনা যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

৪. অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে মতামতসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা;

৫. চূড়ান্ত অডিট প্রতিবেদনের আলোকে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/দপ্তর বরাবর প্রেরণ করা এবং পরবর্তীতে পরিপালন কার্যক্রম মনিটর করা;

৬. অডিট সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, প্রমাণক (সংযুক্তিসহ), নথি মনিটরিং ও সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

৭. যথাসময়ে অডিট প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিবেদন আইন, বিধি, আদেশ ও অডিট ম্যানুয়েলের ভিত্তিতে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করা, অসংগতি থাকলে তার পর্যবেক্ষণ, মতামত এবং অডিট প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা;

৮. অডিট প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে দাখিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯. অডিট সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন যথাসময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

১০. অডিটকৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে পত্র যোগাযোগ, অডিটের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন শাখা, পণ্যচালান খালাস, তদন্ত ও গোয়েন্দা তথ্য ব্যবস্থাপনাকারী ইউনিটসমূহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা অন্য যে কোন শুল্ক, মূসক বা আয়কর কার্যালয়সহ অন্য যে কোন সরকারী আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে পত্র যোগাযোগ;

১১. অডিট দলের ও অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন;

১২. সরেজমিন উপস্থিতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য ও দলিলাদি সংগ্রহকরণ;

১৩. তথ্য ও দলিলাদি Cross Check, পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-অডিটকরণ;

১৪. নোট বইয়ে সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী লিপিবদ্ধকরণ;

১৫. অডিটকাজে সৃষ্ট সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ পদ্ধতিতে নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

১৬. সংশ্লিষ্ট অডিটকার্য সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে স্বচ্ছ ধারণালাভ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৭. অডিট প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ;

১৮. কমিশনার বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আইন ও বিধিগত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

অডিট টিমের কর্মকর্তাদের শুল্ক আইন, বিধিমালা এবং সময়ে সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত সকল বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, সাধারণ আদেশ, ব্যাখ্যাপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/ স্টেশন/কমিশনারেট থেকে জারীকৃত আদেশ/নির্দেশ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

অধ্যায়-৩:
অডিট কার্যক্রমের ধরণ

৩.১ কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের ধরণ

কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট প্রধানত: দুই প্রকার। যথা: ট্র্যানজ্যাকশন ও সিস্টেম বেইজড অডিট। ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট আবার দুই ধরণের: ডেস্ক অডিট ও টার্গেটেড অডিট। নিম্নের লেখচিত্রের মাধ্যমে অডিটের ধরণ দেখানো হলো:

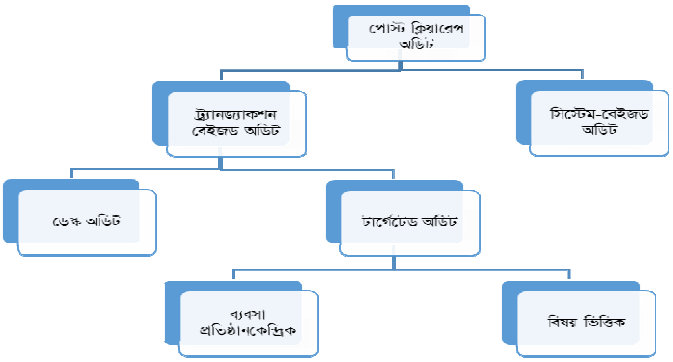

লেখচিত্র-৩.১

৩.২ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট

এক বা একাধিক পণ্যচালান অথবা পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, পণ্যের অরিজিন, পণ্যের মূল্য ভিত্তিক নির্বাচিত পণ্যচালান ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের মূল বিবেচ্য বিষয়।

৩.২.১ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড ডেস্ক অডিট

ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড ডেস্ক অডিট হলো অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ এক বা একাধিক চালানের ক্ষেত্রে পরিচালিত অডিট যা সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/রপ্তানিকারক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সাথে লিখিত বা টেলিফোন যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। যদি কোন পণ্যচালানের মূল্য নির্ধারণ, শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত বিষয় অথবা সুনির্দিষ্ট অন্যকোন বিষয়ে অধিকতর যাচাই/স্পষ্টিকরণের প্রয়োজন হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে দায়িত্বরত কাস্টমস কর্মকর্তা সে পণ্যচালানটিকে ডেস্ক অডিটের জন্য স্ব-স্ব PCA ইউনিটে প্রেরণ করতে পারবেন।

৩.২.২ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড টার্গেটেড অডিট

রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট কর্তৃক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় অথবা গোয়েন্দা তথ্য বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে যেমন, ইন্টারনেট বা সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য খবরের/তথ্যের ভিত্তিতে টার্গেটেড অডিটের জন্য প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি নির্ধারণ করা হয়। এ ধরনের টার্গেটেড অডিটের জন্য প্রয়োজনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করা যাবে।

ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড টার্গেটেড অডিটকে দুইভাগে ভাগ করা যায়:

১. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক টার্গেটেড অডিট
২. বিষয় ভিত্তিক টার্গেটেড অডিট

৩.২.২.১ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক টার্গেটেড অডিট

সম্ভাব্য ঝুঁকির ভিত্তিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক টার্গেটেড অডিট পরিচালনা করা হয়। ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

(ক) আমদানি/রপ্তানির পরিমাণ;

(খ) রাজস্ব ক্ষতির ঝুঁকি;

(গ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের রেকর্ড;

(ঘ) রেয়াতী সুবিধা গ্রহণের পরিমাণ;

(ঙ) বন্ড সুবিধার অপব্যবহার ;

(চ) প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (উৎপাদনকারী/আমদানিকারক/রপ্তানিকারক)

(ছ) প্রণোদনাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

৩.২.২.২ বিষয় ভিত্তিক টার্গেটেড অডিট

এই অডিটটি প্রধানত কোন নির্দিষ্ট ইস্যু ভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন:

(ক) সুনির্দিষ্ট অভিযোগ;

(খ) কাস্টমস গোয়েন্দা বা অন্য কোন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য;

(গ) গবেষণা;

(ঘ) পূর্ববর্তী অডিট রেকর্ডের ভিত্তিতে;

(ঙ) শুল্কায়ন বা মূল্যায়ন বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা।

৩.৩ সিস্টেম বেইজড অডিট (SBA)

কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ অডিট হলো সিস্টেম বেইজড অডিট পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে অডিটের অধীন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির ব্যবসা পরিচালনা, কর্মপদ্ধতি, দলিলাদি প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া, দলিলাদি সংরক্ষণ ও ট্র্যানজ্যাকশন পরীক্ষা করা হয়। অতঃপর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কাস্টমস সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। একইভাবে, AEO (Authorized Economic Operator) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও SBA প্রয়োগ করা যায়।

৩.৪ পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের সার্বিক প্রক্রিয়া

ব্যাপ্তি ও সময়কাল বিবেচনায় ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড ও সিস্টেম বেইজড অডিট আলাদা হলেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত কর্মকান্ড পরিচালনা আবশ্যক:

(ক) পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট পরিকল্পনা

(খ) পিসিএ এর জন্য ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/পণ্যচালান নির্বাচন

(গ) অডিট টীম ও অডিট পরিকল্পনা নির্ধারণ

(ঘ) অডিট টিম কর্তৃক পিসিএ কার্যক্রম সম্পাদন

(ঙ) পিসিএ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও দাখিল

(চ) পিসিএ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ

(ছ) পিসিএ এর মূল্যায়ন ও ডাটাবেইজ হালানাগাদকরণ।

পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট চক্র

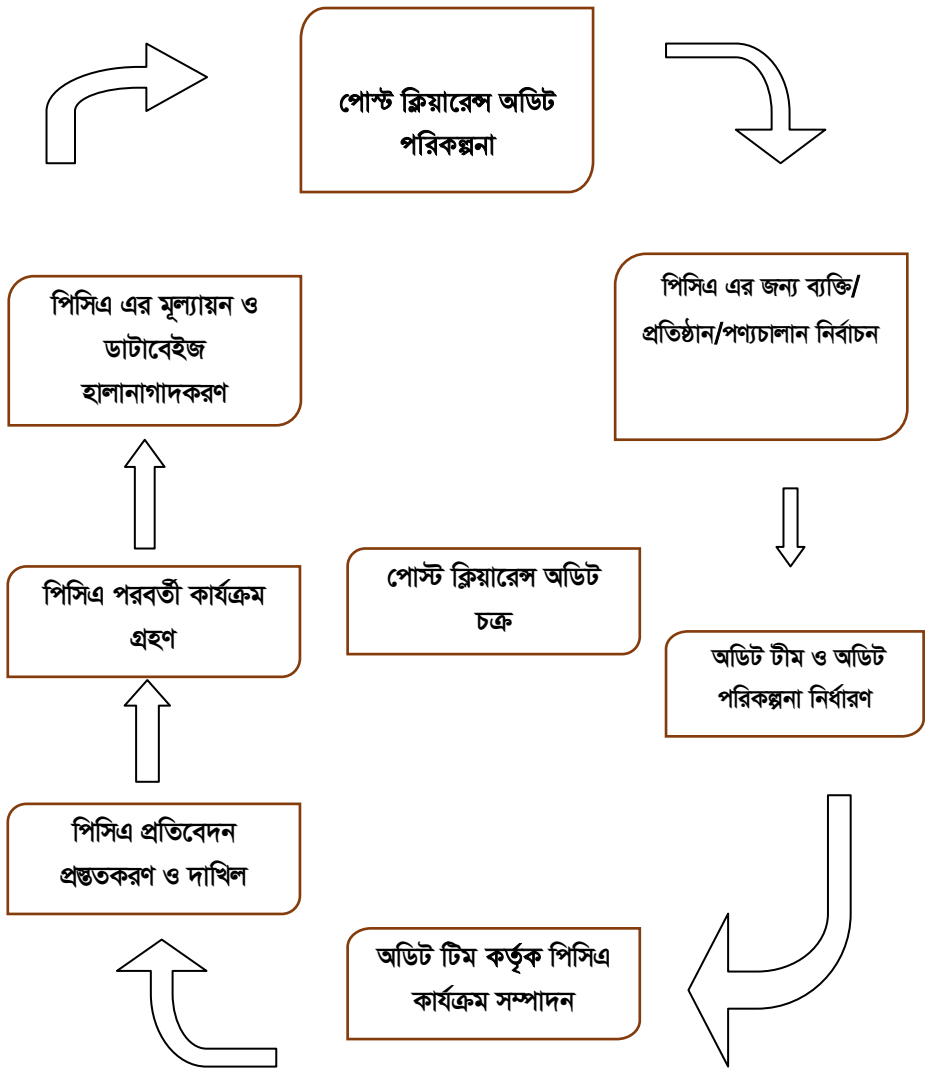

লেখচিত্র-৩.২ পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট চক্র

অধ্যায়-৪
রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর ভিত্তিতে অডিটের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কৌশল

৪.১ ভূমিকা

ব্যবসায়ের পরিষেবা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এবং কাস্টম হাউস/স্টেশনে আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশী হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে অডিটের জন্য নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কিছু বাছাই নীতি অনুসরণ করা জরুরী। অডিটের জন্য যথাযথ ঝুঁকিপূর্ণ খাত ও প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা গেলে তা কাস্টম প্রশাসনের সীমিত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা বছরে একবার অডিট করা সমীচীন। রাজস্ব ফাঁকি রোধে কার্যকর নিয়ন্ত্রণে অডিট কার্যক্রম এর বিকল্প নেই। অনুরূপভাবে রাজস্ব ফাঁকিপ্রবণ খাত চিহ্নিত করেও সীমিত সময় ও জনবলের ব্যবহারে সর্বোচ্চ সাফল্য আসতে পারে। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের যথাযথ প্রক্রিয়ায় অডিট কার্যক্রম সম্পাদন দেখানো হয়েছে।

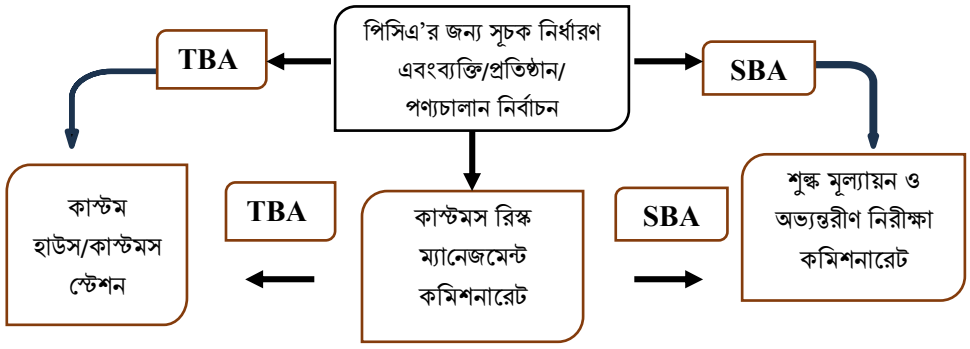

লেখচিত্র ৪.১

পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের জন্য নির্বাচন ও সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পর্কিত ফ্লো-চার্ট:

৪.১.১ অডিটের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও অডিট বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ

কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট নিজস্ব রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা তথ্যের ভিত্তিতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের জন্য সূচক নির্ধারনেরর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান বা পণ্য চালান নির্বাচন করবেন। কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সিস্টেম বেইজড পিসিএ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেটে প্রেরণ করবেন এবং নির্বাচিত বিল অব এন্ট্রি/চালান ট্রানজ্যাকশন বেইজড পিসিএ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট এ প্রেরণ করবেন।

শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট সকল সিস্টেম বেইজড অডিট পরিচালনা করবেন; তবে, প্রয়োজনে অডিট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট এবং/অথবা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা অডিট কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। সিস্টেম বেইজড অডিটের ক্ষেত্রে অডিট পরবর্তী সকল কার্যক্রম যেমনঃ শুল্ক-করাদি নিরূপণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ, কারন দর্শানো নোটিশ, দাবীনামা জারী, বকেয়া রাজস্ব আদায় ও প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপসমূহ স্ব স্ব কাস্টম হাউস কর্তৃক পরিচালিত হবে। শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট এর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সিস্টেম বেইজড PCA এবং পণ্যচালানের ক্ষেত্রে ট্রানজ্যাকশন বেইজড অডিট সম্পাদন করিতে পারিবেন। কাস্টম হাউস/কাস্টমস স্টেশন, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট এর নির্বাচিত পণ্যচালান এর পাশাপাশি তাদের নিজস্ব রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় নির্বাচিত পণ্য চালানের ট্রানজ্যাকশন বেইজড PCA সম্পাদন করবেন।

৪.১.২ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট চক্র

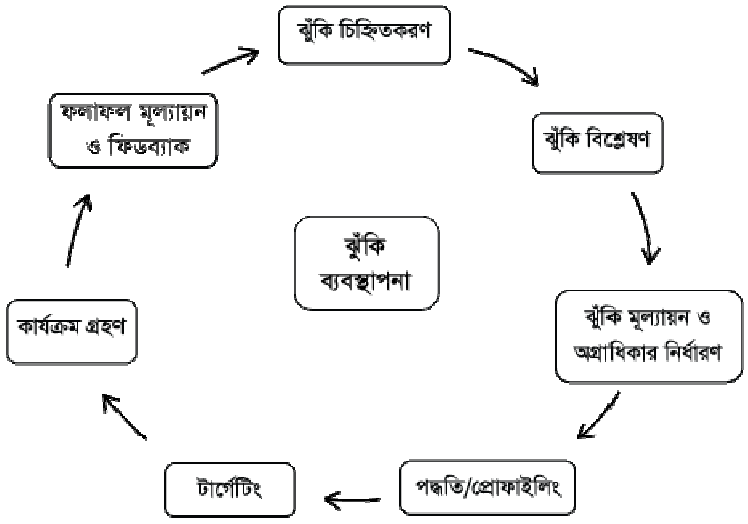

লেখচিত্র ৪.১.২

৪.২ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট (TBA)

৪.২.১ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের জন্য বাছাই কৌশলের নিয়ামকসমূহ

ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের জন্য বাছাই কৌশলের নিয়ামকসমূহ নিম্নরূপ :

(১) আমদানিকারক/রপ্তানিকারক :

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন আমদানিকারক/রপ্তানিকারক মোট নথিভুক্ত ট্র্যানজ্যাকশনের সংখ্যা ঝুঁকির নির্ণায়ক হিসাবে কাজ করতে পারে বলে অডিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে একে একটি মানদন্ড হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

যেমন:

(ক) অনিয়মিত আমদানিকারক/রপ্তানিকারক;

(খ) প্রায়শই অসত্য ঘোষণা দেয় এমন আমদানিকারক/রপ্তানিকারক;

(গ) একই চালানে একাধিক এইচ.এস কোডের পণ্য আমদানিকারক

(ঘ) কোন পণ্যের এককালীন আমদানিকারক/রপ্তানিকারক;

(ঙ) প্রথমবারের মত আমদানিকারক/রপ্তানিকারক।

(২) ট্র্যানজ্যাকশনের ভ্যালু

কোন আমদানিকারক/রপ্তানিকারক অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য/নিম্নমূল্য বিশিষ্ট ট্র্যানজ্যাকশন কম টিটিআই (TTI) দিয়ে সম্পন্ন করে থাকলে অথবা তার বিপরীত হয়ে থাকলে তা ঝুঁকিসম্পন্ন বিবেচনা করে তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া যেতে পারে। যেমন:

ট্যানজ্যাকশন ভ্যালু সংক্রান্ত যে সকল নিয়ামক বিবেচনায় পণ্যচালান অডিটের জন্য নির্বাচন করতে হবে তা নিম্নরূপ:

(ক) কোনো ট্র্যানজ্যাকশন মূল্য শিপিং বা পরিবহন ব্যয়ের কম/সমান;

(খ) পণ্যের মূল্য পণ্যের কাঁচামালের মূল্যের প্রায় সমান;

(গ) ঘোষিত ইউনিট মূল্যের তুলনায় প্যাকিং/প্যাকেজিংয়ের ব্যয় বেশি;

(ঘ) কোনো পণ্যের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে উক্ত পণ্যের ঘোষিত মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক কম/বেশি;

(ঙ) রপ্তানিকারক দেশের মুদ্রার বাইরে অন্য মুদ্রা ব্যবহার;

(চ) শুল্কায়ন বিধিমালা অনুযায়ী কাস্টমস ডিক্লারেশন করা হয়নি;

(ছ) উচ্চমূল্য বিশিষ্ট ট্র্যানজ্যাকশন কম টিটিআই অথবা তার বিপরীত।

(৩) কাস্টমস ডিউটির হার

উচ্চ বা নিম্ন উভয় কাস্টমস ডিউটির পণ্যের ট্র্যানজ্যাকশনেই বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি থাকে। শূন্য রেটের পণ্যসমূহে সাধারণত রাজস্ব ফাঁকির ঝুঁকি বেশি না হলেও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে অসত্য ক্লাসিফিকেশনের ঝুঁকি থেকেই যায়। যেহেতু উচ্চ শুল্কের পণ্যের ক্ষেত্রে যেকোনো ত্রুটি উল্লেখযোগ্য রাজস্ব ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই এইগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করে এই ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। যেমন:

(ক) যন্ত্রাংশ ও আনুষাঙ্গিক উপকরণকে মূল যন্ত্রপাতির কোডে শ্রেণিবিন্যাস করা;

(খ) পণ্যের অস্পষ্ট বিবরণ, হ্রাসকৃত কাস্টমস ডিউটির সুবিধা নিতে এমন এইচ. এস. কোড ব্যবহার যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়;

(গ) কোনো এক বা একাধিক নির্দিষ্ট HS Code এর আওতায় অস্বাভাবিক পরিমাণের আমদানি যা সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশে আমদানি বা রপ্তানি করা হয়না;

(ঘ) খুব কম পরিমাণ আমদানি/রপ্তানি যা বাজার পরিসংখ্যান বা অবস্থার সাথে মেলে না;

(ঙ) কোনো কোডে কাস্টমস ডিউটি হার পরিবর্তিত হলে আমদানির পরিমাণকে এক কোড থেকে অন্য কোডে পরিবর্তন করা।

(৪) কান্ট্রি অব অরিজিন

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন, যেক্ষেত্রে পণ্যের ওপর কোটা বা অন্যান্য বিধি-নিষেধ রয়েছে, সেক্ষেত্রে কান্ট্রি অব অরিজিনে অসত্য ঘোষণার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এমন ক্ষেত্রে আরো যাচাই-বাছাই ফলপ্রসু প্রমাণিত হতে পারে। 'অরিজিন'-এর ক্ষেত্রে আশঙ্কার অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ:

(ক) কান্ট্রি অব অরিজিন যদি কান্ট্রি অব শিপমেন্ট থেকে ভিন্ন হয়;

(খ) আইপিও অনুসারে নিষিদ্ধ দেশ বা উৎস হতে আমদানি করা হয়;

(গ) Bill of Lading (BL)/Airway Bill (AWB)/অন্যান্য পরিবহণ চালান-এ ঘোষিত অরিজিনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

(৫) ইমপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট (আইজিএম)

আইজিএম জাহাজের মাস্টার বা তার এজেন্ট কর্তৃক দাখিল করা হয়। আইজিএম এ শিপার, কনসাইনি, প্যাকেজের সংখ্যা, প্যাকেজের ধরণ, পণ্যের বিবরণ, এয়ারওয়ে বিল বা বিল অব লেডিং নম্বর এবং তারিখ, ফ্লাইট বা জাহাজের বিবরণ ইত্যাদির বিবরণ থাকে। আইজিএমে নিম্নলিখিত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ক) বি/ই তে দাখিলকৃত পণ্যের বর্ণনা, মূল্য ও পরিমানের সাথে আইজিএমে দাখিলকৃত পণ্যের বর্ণনার সাথে মিল রয়েছে কিনা?

(খ) কন্টেইনারের বিবরণের সাথে দাখিলকৃত ঘোষণার মিল রয়েছে কিনা?

(৬) পণ্যচালান সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পর্যালোচনা :

(ক) এমন কিছু পণ্য আমদানি হতে পারে যেগুলো উল্লিখিত দেশে উৎপাদিত বা সেখান থেকে রপ্তানি করা হয়নি;

(খ) ঝুকিঁপূর্ন কোনো দেশ থেকে রপ্তানি করা করা হয়েছে কি না;

(গ) কোনো দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের গড় ইউনিট মূল্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন।

৪.২.২ বাছাইয়ের জন্য অন্যান্য যে শর্তাবলি বিবেচনায় নিতে হবে:

(১) সরবরাহকারী:

(ক) সরবরাহকারী ও তাদের ঠিকানা ইনভয়েসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না;

(খ) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান রপ্তানিকারী দেশে অবস্থিত কি না;

(গ) সরবরাহকারী ও আমদানিকারকের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না।

(২) কাস্টমস এজেন্ট:

(ক) এজেন্টের কোনো জালিয়াতি বা অসত্য ঘোষণার রেকর্ড আছে কি না;

(খ) এজেন্ট এই কনসাইনীর পক্ষে নিয়মিত ঘোষণা করে থাকেন কি না; নতুন বা অনিয়মিত এজেন্ট কি না।

(৩) পণ্য:

(ক) ঘোষনায় সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা- পণ্যের বাণিজ্যিক নাম ও সাধারন নাম একই কি না;

(খ) একই সরবরাহকারী থেকে আগত পণ্যের ক্ষেত্রে শ্রেণিবিভাগ পরিবর্তিত হয়েছে কি না;

(গ) বাংলাদেশ ট্যারিফ অনুযায়ী Unique Quantity Code দাখিল করা হয়েছে কি না।

(৪) ওয়ে বিল/বিএল/ট্রাক রিসিট/রেলওয়ে রিসিট:

(ক) ঘোষিত ওজন পণ্যের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

(৫) ইনভয়েস:

(ক) ইনভয়েস ও ডিটেইল প্যাকিং লিস্ট সাধারণ বিভিন্ন বাণিজ্যিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না;

(খ) ইনভয়েসে পণ্যের বিবরণ অস্পষ্ট কি না।

(৬) মূল্য নির্ধারণ:

(ক) শুল্কায়নের সময়ে ইনভয়েসের মূল্য সংশোধন বা বৃদ্ধি করা হয়েছে কি না;

(খ) আংশিক অর্থ প্রদানের বিপরীতে প্রেরণকারী কর্তৃক মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে কি না।

(৭) Value Adjustment/ মূল্য সমন্বয়:

(ক) শুল্কায়ন বিধিমালা অনুযায়ী মূল্য যথাযথভাবে Adjustment/সমন্বয় করা হয়েছে কি না।

(৮) কাস্টমস প্রসিডিউর কোড (CPC):

(ক) CPC সঠিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কি না;

(খ) CPC সুবিধা প্রাপ্তির উপযোগিতা যাচাই করা হয়েছে কি না;

- CPC সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যথাযথ কি না;
- CPC সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি প্রতিপালিত হয়েছে কি না।

(৯) ঋণপত্র (LC):

(ক) ব্যাংক এর NOC যথাযথ কি না;

(খ) সম্পূর্ণ LC মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে কি না;

(গ) LC মেয়াদ ও অনুমোদিত মূল্যসীমা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;

(ঘ) আংশিক শিপমেন্ট অনুমোদনযোগ্য কি না;

(ঙ) পণ্য আমদানির পরে এলসি খোলা/সংশোধন করা হয়েছে কি-না।

(১০) বিশেষ ধরনের আমদানি:

(ক) সাময়িক আমদানি কি না;

(খ) মেরামতের উদ্দেশ্যে আমদানি করা এবং পুনঃ রপ্তানী করা।

(১১) পণ্যের দ্বৈত ব্যবহার:

(ক) ডিফেন্স পণ্য কি না;

(খ) নিউক্লিয়ার পণ্য কি না;

(গ) ডিজি বা ঝুকিঁপূর্ণ পন্য কি না।

৪.৩ সিস্টেম-বেইজড অডিট (SBA)

৪.৩.১ সিস্টেম বেইজড অডিট এর নির্বাচন প্রক্রিয়া

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট অথবা শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কর্তৃক স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস কম্পিউটারাইজড সিস্টেম (CCS) এর মাধ্যমে ঝুঁকিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি এবং অথরাইজড ইকোনমিক অপারটের (AEO) প্রতিষ্ঠান পিসিএ'র জন্য বাছাই করা হবে। বাছাই প্রক্রিয়ায় যেসব নীতি অবলম্বন করতে হবে, তা হলো নিম্নরূপ:

(ক) ইতোপূর্বে অডিটে যে সকল পণ্যে অধিক রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটিত হয়েছে;

(খ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত রাজস্ব বিগত বছরের তুলনায় অস্বাভাবিক পরিমাণ কম;

(গ) যে সকল খাতে প্রদত্ত রাজস্ব প্রকাশিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুসারে উক্ত খাতের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অনুপাতে অস্বাভাবিক পরিমাণ কম;

(ঘ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় বিক্রির পাশাপাশি রপ্তানিরও প্রাধান্য রয়েছে;

(ঙ) যে পণ্যসমূহ রাজস্ব পরিশোধে ঝুঁকিপূর্ণ অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে রাজস্ব ফাঁকি অধিক মাত্রায় হতে পারে সেই সব খাত;

(চ) অধিক শুল্ক আরোপিত রয়েছে বিশেষ করে TTI ১০০% এর অধিক এমন পণ্যের আমদানিকারক;

(ছ) রেয়াতী সুবিধা প্রাপ্ত পণ্য;

(জ) যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে অসত্য H.S. Code ঘোষণার প্রবণতা অধিক;

(ঝ) যে সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পূর্বে রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে;

(ঞ) ইতোপূর্বে অডিটে যাদের একাধিক গুরুতর অনিয়ম এবং শুল্ক পরিহারের প্রমাণ উদঘাটিত হয়েছে;

(ট) যার নিকট সরকারের অনেক রাজস্ব পাওনা রয়েছে;

(ঠ) রিফান্ড এবং প্রত্যর্পণের পরিমাণ অত্যধিক বেশি;

(ড) সর্বশেষ অডিট প্রতিবেদন, অডিট টীম, কাস্টমস গোয়েন্দা ও ভ্যাট অডিট টীমের সুপারিশ;

(ঢ) আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বেশী কিন্তু আমদানি পর্যায়ে মূল্য কম দেখানো হচ্ছে এরূপ আমদানিকৃত পণ্যচালান;

(ণ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের আমদানির তুলনায় রপ্তানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ;

(ত) পণ্যের রপ্তানিকারক/সরবরাহকারী দেশ এবং Negotiating Bank/ Beneficiary Bank ভিন্ন হলে;

(থ) অভিন্ন/অনুরূপ পণ্যের সাথে এর ইউনিট মূল্য সঙ্গতিপূর্ণ না হলে;

(দ) পণ্যগুলো সরবরাহকারীর ব্যবসার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে;

(ধ) সরবরাহকারী ও আমদানিকারকের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকলে;

(ন) আমদানিকৃত পণ্যটি আমদানিকারকের ব্যবসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে;

(প) আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ বা সংখ্যা আমদানিকারকদের ব্যবসার আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;

(ফ) CPC সঠিকভাবে ঘোষণা করা না হলে;

(ব) CPC সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি প্রতিপালিত না হলে;

(ভ) পণ্য আমদানির পরে এলসি খোলা/সংশোধন করা হলে;

(ম) ইনভয়েসে উল্লিখিত মূল্য কাস্টমস ভ্যালুয়েশন রুলস অনুযায়ী নির্ধারিত না হয়ে থাকলে;

(য) AEO এর নীতিমালার আলোকে AEO ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান এবং

(র) নন-কমপ্লায়েন্ট বন্ড

(ল) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা কমিশনার কর্তৃক যৌক্তিক বিবেচনায় নির্বাচিত যে কোনো প্রতিষ্ঠান।

এছাড়াও সুনির্দিষ্ট তথ্য/গোয়েন্দা তথ্য/গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অধিদপ্তর, কাস্টম হাউস এবং কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিস্টেম বেইজড অডিটের জন্য নির্বাচন করবেন।

** TBA এর সময়ে অডিট দলের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের SBA পরিচালনা করা জরুরী, সে ক্ষেত্রে তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের SBA করার জন্য সুপারিশ করবেন। একইভাবে SBA এর সময়ে অডিট দলের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের TBA পরিচালনা করা জরুরী, সে ক্ষেত্রে তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের TBA করার জন্য সুপারিশ করবেন।

অধ্যায়-৫:
ট্রানজ্যাকশন বেইজড অডিট (TBA) কৌশল ও ব্যবস্থাপনা

কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের মাধ্যমে বাছাইকৃত অডিটাধীন ট্র্যানজ্যাকশন বা ট্র্যানজ্যাকশনগুলোতে কাস্টমস অ্যাক্ট ও সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও আদেশ সম্পূর্ণ পরিপালন নিশ্চিত হয়েছে কিনা, আমদানি/রপ্তানিকৃত বিষয়ক দলিলাদি ও কাস্টমস ঘোষণাগুলো সঠিক কিনা, প্রতিষ্ঠানের একাউন্টস ও রেকর্ড এর সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ কিনা এবং প্রদেয় সকল ডিউটি ও ট্যাক্স পরিশোধ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়। নিম্নে ট্রানজেকশন বেইজড অডিটের কৌশল ও ব্যবস্থাপনা তুলে ধরা হলো।

৫.১ অডিট টিমের পূর্ব প্রস্তুতি

যথাযথ ও সুপরিকল্পিত উপায়ে অডিট পরিচালনা ও ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৫.১.১ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

সকল প্রকার ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন আবশ্যক নয়। ট্র্যানজ্যাকশন ডেস্ক-ভিত্তিক অডিট সাধারণত কাস্টমস অফিসে করা হয়, অডিটরের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হলে তা লিখিত বা টেলিফোনিক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কিছু ডেস্ক অডিটের ক্ষেত্রে অডিটরের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগের প্রয়োজন নাও হতে পারে। প্রতিটি অডিটই তার পরিসর বা ফলাফল নির্বিশেষে সম্পূর্ণরূপে নথিবদ্ধ করতে হবে যাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) ডাটাবেইজ বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক ডাটাবেইজ প্রয়োজনমাফিক এবং সঠিকভাবে আপডেট করা যায়। ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড টার্গেটেড অডিট বা অন্য কোনো অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়গুলি পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫.১.২ অডিট ফাইল

অডিট পরিকল্পনা পর্যায়ে একটি 'অডিট ফাইল' খোলা জরুরী এবং অডিট সংক্রান্ত সমস্ত নথির একটি করে অনুলিপি এই ফাইলে রাখতে হবে। অডিট চলাকালে তৈরীকৃত সকল নথি, চিঠিপত্র, নোট ইত্যাদির একটি করে অনুলিপি একই অডিট ফাইলে রাখতে হবে।

এই ফাইলে আবশ্যকীয়ভাবে নিম্নোক্ত দলিলাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

(ক) অডিটের জন্য নির্বাচন ও অডিট পরিকল্পনা সম্পর্কিত সমস্ত দলিলাদি;

(খ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে পাঠানো নোটিফিকেশন লেটার ও প্রশ্নাবলি;

(গ) প্রাথমিক সভার কার্যবিবরণী;

(ঘ) অডিট কাজের ব্যবহারিক কাগজপত্র (working papers);

(ঙ) অডিট রিপোর্ট ও সংযুক্ত সময়সূচী, এবং

(চ) চূড়ান্ত সভার কার্যবিবরণী।

৫.১.৩ অডিট ফাইল প্রস্তুতকরণ

অডিট ফাইল এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন অডিট অ্যাসাইনমেন্টের চূড়ান্ত ফলাফলগুলোকে এক নজরে বোঝা যায়। ফাইলটিতে প্রাথমিক প্রতিবেদন রাখতে হবে যা প্রাথমিক নথি হিসাবে উপস্থাপন করা যাবে। অনুসন্ধান ফলাফলের বিশদ বিবরণ ও অডিট ফলাফলের সমর্থনে অন্যান্য সহায়ক নথি অডিট ফাইলে রাখতে হবে। প্রতিটি ব্যবহারিক কাগজের একটি করে পরিচিতিমূলক শিরোনাম থাকতে হবে। যেমন:

(ক) অডিট প্রক্রিয়াধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম;
(খ) অডিটরদের নাম;
(গ) পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট (PCA) - ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের প্রকৃতি;
(ঘ) অডিটের তারিখ ও স্থান;
(ঙ) সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এমন কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি তালিকা;
(চ) অডিটকালীন যাচাইকৃত তথ্য বা দলিলাদি।

৫.১.৪ কার্যপত্র (Working Paper)

অডিট ফাইলে Working Paper এবং সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে। Working Paper এ প্রতিটি ট্র্যানজ্যাকশনের বিপরীতে প্রাপ্ত অডিট ফলাফল ও সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ব্যবহারিক কাগজপত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

(ক) সম্পাদিত কাজের সার-সংক্ষেপ;
(খ) সম্পাদিত কাজের ফলাফল অর্থাৎ ব্যবহৃত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল;
(গ) প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত;
(ঘ) অডিট এর আওতাধীন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ ও সুপারিশমালা।

৫.২ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট (TBA) কৌশল

৫.২.১ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের প্রাথমিক ধাপসমূহ:

তথ্য ও উপাত্ত বিশেস্নষণের সময়, অডিটরকে আমদানিকারক/রপ্তানিকারক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার, যেমন কাস্টমস এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার এবং পণ্যের কাস্টোডিয়ান সম্পর্ক বিবেচনায় রেখে স্টেকহোল্ডারের/ অংশীদারের কার্যকলাপের প্যাটার্নগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। ডেটা পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্ভাব্য ফাঁকি দেওয়ার

প্রকৃতি জানা যাবে (যদি থাকে) এবং কারা জড়িত হতে পারে তা ধারণা করা যাবে। ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হল অডিটের জন্য বাছাই করা হবে এমন ট্র্যানজ্যাকশনগুলোর সুনির্দিষ্ট বিষয়াদি যেমন মূল্য নির্ধারণ, পণ্যের ক্লাসিফিকেশন, কান্ট্রি অব অরিজিন ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ও এসব বিষয়ে পূর্বতন ধারণালাভ। প্রধানত ASYCUDA ডেটাবেইজ, এ্যাসেসমেন্ট কমিটির ডেটাবেইজ, ভ্যালুয়েশন ডেটাবেইজ, সিপিসি অনিয়ম ডেটাবেইজ, পরিসংখ্যান তথ্য, পূর্ববর্তী কোনো অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি পরিচালিত হবে।

(১) অসঙ্গতিগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করার উপায়

অডিটর চিহ্নিত অসঙ্গতিগুলোকে নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণিবদ্ধ করে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন:

(ক) ডেটা ইনপুটজনিত ভুল, অস্পষ্ট প্রবিধান সম্পর্কিত পদ্ধতিগত ত্রুটি বা সাধারণ ভুল, সীমিত ধারণা (সাধারণত আইন বা দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় ঘটে থাকে, কিছু পণ্যের ক্লাসিফিকেশন পরিবর্তন বা ক্লাসিফিকেশন বিষয়ে মতামত জারি করার সময়েও ঘটতে পারে);

(খ) ঘোষণাকারীর তথ্য গোপন/ফাঁকি (সাধারণত অসত্য বিবরণ, ভুল ইউনিট ব্যবহার করা, সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান না করা);

(গ) কাস্টমস এজেন্ট বা গুদাম/ওয়্যারহাউস ভাড়া প্রদানকারী বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের সম্পৃক্ততা। এই ক্ষেত্রে, ব্যবসার কাঠামো এবং সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি সদস্যের প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে জানলে অডিটর চিহ্নিত করতে পারবেন যে সাপ্লাই চেইনের কোনো ব্যক্তিটি অডিট প্রক্রিয়াধীন ট্র্যানজ্যাকশনের বিশেষ কোনো অংশের জন্য দায়বদ্ধ;

(ঘ) Responsive Declaration আছে কি না তা পর্যালোচন।

(২) তথ্যের উৎস:

(ক) ট্র্যানজ্যাকশন;

(খ) ট্র্যানজ্যাকশনের আওতাধীন পণ্য;

(গ) Declarant ও ট্র্যানজ্যাকশনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

আন্তর্জাতিক সংস্থার ওয়েবসাইটগুলো (WTO, WCO, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান ডেটাবেস এর বিদ্যমান তথ্য) তথ্যের একটি মূল্যবান উৎস, যা তথ্যসংগ্রহে অডিটরকে সহায়তা ও দিক-নির্দেশনা দিতে পারে। এছাড়াও, ব্যবসায়ীর ওয়েবসাইট, বিজ্ঞাপনের ব্রোশিওর/লিফলেট ইত্যাদিও তথ্যের মূল্যবান উৎস। উপযুক্ত উৎস থেকে

সংগৃহীত তথ্য পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অডিটরকে দিকনির্দেশনা দিবে। প্রাসঙ্গিকভাবে অডিটর প্রাসঙ্গিক কাস্টমস ঘোষণা ও অন্যান্য সংযুক্ত তথ্য পর্যালোচনা শুরু করবেন। এটি অডিট সম্পর্কে প্রাথমিক মতামতকে স্পষ্ট করবে ও তার পক্ষে সমর্থন যোগাবে (এটি কি একটি ভুল বা উদ্দেশ্যমূলক জালিয়াতি নাকি আরো তথ্যের প্রয়োজন আছে)। এই কাজটি অডিটরকে আমদানিকারক বা অন্য কোনো স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগ করে যাচাই করা প্রয়োজন এমন বিষয়গুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে শনাক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেই অডিটররা দায়িত্বশীল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পেতে পারেন। তথ্যের প্রাথমিক উৎস হবে বিল অব এন্ট্রি/ বিল অব এক্সপোর্ট, ডেটাবেস এবং এনবিআর-এর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বা ইন্টেলিজেন্স ইউনিট থেকে অভ্যন্তরীণভাবে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানসহ অন্যান্য তথ্য।

(৩) অডিট পরিকল্পনা ও ফাইল

Pre-Audit Inspection এর মাধ্যমে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করার পরে অডিটরদের একটি সহজ অডিট পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এই অডিট পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে এবং এটি পরিকল্পিত বিভিন্ন কাজের অনুমোদন এবং পরবর্তীতে অডিটের উদ্দেশগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার মানদন্ড হিসাবে কাজ করবে।

(৪) অডিটের জন্য প্রস্তুতি

অডিটের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/পণ্যচালান সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পর অডিট টিম আইনি প্রেক্ষাপট নিয়ে কাজ শুরু করবেন এবং প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি বিধানের প্রেক্ষিতে, নিয়ম-নীতি পরিপালনের ওপর তার অডিট ফলাফলের সম্ভাব্য প্রভাবগুলো লিপিবদ্ধ করা শুরু করবেন। অডিটে ফলাফল ও মতামতকে নথিভুক্ত করবেন এবং এর সার-সংক্ষেপ তৈরি করবেন যাতে অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/ব্যক্তিদের লিখিতভাবে অবহিত করা যায়। মন্তব্য ও অডিট বিষয়ে তার/তাদের প্রতিক্রিয়া প্রদানের জন্য উপযুক্ত সময় প্রদান করা হবে এবং বিদ্যমান কাস্টমস রেগুলেশনস এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অতিরিক্ত তথ্যও দেয়া যাবে।

(৫) অডিটের জন্য নোটিশ প্রদান

(৬) অডিটের জন্য চাহিত দলিলাদি

[ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের জন্য পরিশিষ্ট-১ ও সিস্টেম বেইজড অডিটের জন্য পরিশিষ্ট-৩ অনুযায়ী]

৫.২.২ অডিট কার্যক্রমের মূলপর্বের ধাপসমূহ

(১) কাস্টমস ট্র্যানজ্যাকশন-বেইজড অডিট পদ্ধতি:

অডিট টিম ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/পণ্যচালান এর ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত বিষয়সমূহ নিবিড় পর্যালোচনা করবেন।

(২) বাণিজ্যিক ইনভয়েস পর্যালোচনা

বাণিজ্যিক ইনভয়েস হল আমদানি ঘোষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় দলিল । এটি সাধারণত পণ্যের মূল্যসহ একটি ট্র্যানজ্যাকশনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নির্ধারণ করে। অতএব, প্রতিটি ইনভয়েস নিচের বিষয়গুলো সাবধানতার সাথে পর্যালোচনা করতে হবে:

(ক) ট্র্যানজ্যাকশনে তৃতীয় পক্ষের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা: অনেক সময় পরোক্ষ ট্র্যানজ্যাকশন বোঝানোর জন্য বাণিজ্যিক ইনভয়েসে কিছু বিশেষ বিবরণ ব্যবহৃত হয়;

(খ) ডেলিভারির শর্তাবলি: ডেলিভারি শব্দটি একটি ইনভয়েসে উপস্থাপন করা নাও হতে পারে। উপস্থাপিত হলেও সেগুলো প্রকৃত তথ্য থেকে ভিন্ন কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে;

(গ) অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ বা অর্থ ফেরত প্রদান: মূল্য পরিশোধ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে নির্ধারিত শর্তানুসারে না হলে, অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ বা অর্থ ফেরত প্রদানের কারণে এটি ট্র্যানজ্যাকশন মূল্যমানকে বদলে দিতে পারে;

(ঘ) শিপিং পয়েন্ট: যেসব জায়গায় আমদানিকৃত পণ্য উৎপাদিত, সংগৃহীত ও পাঠানো হয়, সেগুলো পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যয় চিহ্নিত করা যায়;

(ঙ) রপ্তানিকারকের স্বাক্ষর: একই সরবরাহকারীর অন্যান্য ইনভয়েসের স্বাক্ষরের সাথে তুলনা করে কোন ইনভয়েসের জালিয়াতি পরীক্ষা করা যায়;

(চ) ইউনিট মূল্য: প্রতিটি ইনভয়েসে একই আইটেমের ইউনিট মূল্য, ট্যারিফ ক্লাসিফিকেশন ও ডিউটি-ট্যাক্সেস একই কিনা এবং একই ইউনিট মূল্য বিভিন্ন পণ্যে দেওয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।

(৩) মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা

মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পরীক্ষা করতে হবে;

(ক) যথাযথ ক্রেতা/বিক্রেতা: আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক যথাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতা কিনা;

(খ) তৃতীয় পক্ষের সম্পৃক্ততা: আমদানি/রপ্তানি ট্র্যানজ্যাকশনে তৃতীয় পক্ষের সম্পৃক্ততা আছে কিনা;

(গ) মূল্য তালিকা: মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণার সাথে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য তালিকা সংযুক্ত থাকলে তার নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা;

(ঘ) পৃথক/একাধিকবারে মূল্য পরিশোধ: কয়েকবারে মূল্য পরিশোধ করা হলে তার পরিমাণ, হার ও গণনার ভিত্তিতে পাশাপাশি চুক্তির অস্তিত্ব ও বিষয়বস্তু পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা;

(ঙ) অতীতের আমদানি ও পরিশোধকৃত ডিউটি-ট্যাক্সেস সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগত ডেটাশীট: অডিটরকে অডিটের আওতাধীন সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের আমদানির একটি পরিসংখ্যানগত ডেটাশীট সংগ্রহ করতে হবে। ডেটাশীটে উৎপাদনের দেশ, HS কোড, CIF, পরিমাণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণের সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্য সামঞ্জস্য আছে কিনা;

অডিটরদের সরবরাহকৃত সকল তথ্য, উপাত্ত বা দলিলাদি ইত্যাদির যথার্থতা এবং সামঞ্জস্যতা যাচাই করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত। অডিটরকে কাস্টমসের সমস্ত প্রাসঙ্গিক অভ্যন্তরীণ শাখা/গ্রুপ সমূহ/বিভাগ যেমন-কার্গো ক্লিয়ারেন্স, মূল্য নির্ধারণ, ক্লাসিফিকেশন এবং অপরাধ তদন্ত বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রয়োজনে পরামর্শ করতে হবে। একই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনা করার উদ্দেশ্যে অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৪) দলিলাদি পরীক্ষণ

পরিদর্শনের সময় অডিটরদের নিচের বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে:

(ক) ফাইলিংয়ের ক্রম: অনুক্রমিক পৃষ্ঠাগুলোতে তারিখে বিরতি বা অত্যধিক ব্যবধান, কোনো পৃষ্ঠা খালি থাকা বা ধারাবাহিক পৃষ্ঠাক্রম না থাকা;

(খ) কাগজের মান, শৈলী, চিহ্ন ও স্বাক্ষরে পার্থক্য থাকা;

(গ) ডকুমেন্ট প্রস্তুতকারীর পরিচয়। প্রতিষ্ঠানের বাইরে তৈরি ডকুমেন্ট অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে;

(ঘ) মার্জিনে হাতে লেখা নোট এবং আলাদাভাবে সংযোজিত কাগজ। আদর্শ মান থেকে যেকোন বিচ্যুতি লক্ষ্য করা এবং পরীক্ষা করা উচিত;

(ঙ) কোনো পৃষ্ঠায় অস্বাভাবিক বিষয়ের উপস্থিতি, যেমন অপ্রয়োজনীয় পিনের চিহ্ন আছে কিনা তা পরীক্ষা করা উচিত;

(চ) সর্বদা মূল নথিগুলো খুঁজে বের করতে হবে; অনুলিপি ও প্রতিলিপির ক্ষেত্রে জালিয়াতির উচ্চ ঝুঁকি থেকে যায়;

(ছ) যেকোনো অসঙ্গতি যেমন, হিসাব বই এবং রেকর্ডে পরিসংখ্যান এবং বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা;

(জ) প্রতিষ্ঠান যদি রেকর্ডের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, বা সেগুলো উপস্থাপন করতে না চায়, সেক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য নথিগুলো থেকে পরীক্ষা শুরু করতে হবে;

(ঝ) দলিলাদি ও কম্পিউটারে রক্ষিত দলিলাদি;

(ঞ) দাপ্তরিক ই-মেইলসমূহ পর্যালোচনা;

(ট) সাপ্লাই চেইন সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার তথ্যাদি; যেমন- সিএন্ডএফ এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট, ব্যাংক, বন্দর, ইন্স্যুরেন্স, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি, আইসিডি, ইপিজেড ইত্যাদি যাচাই।

(৫) অডিটের কার্যপত্র (Working Paper)

সম্পাদিত অডিট কাজটি ভালভাবে নথিভুক্ত হয়েছে কিনা এবং পর্যালোচনায় সহায়ক হবে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। অডিটের কার্যপত্রগুলো পর্যাপ্তভাবে বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ হলে পর্যালোচক অডিটের কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও ফলাফলে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। সম্পাদিত কাজ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কীভাবে উপনীত হওয়া গেছে সে প্রক্রিয়া নিরূপণের জন্য ডকুমেন্টেশন অবশ্যই যথাসম্ভব বিস্তারিত হতে হবে। কার্যপত্রের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

(ক) পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য;
(খ) সহজভাবে উপস্থাপিত ও তথ্যসমৃদ্ধ;
(গ) সম্পূর্ণ ও সঠিক;
(ঘ) যৌক্তিক বিন্যাস সম্পন্ন;
(ঙ) প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক;
(চ) ভবিষ্যত অডিটের জন্য সহায়ক।

৫.৩ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট (TBA) ব্যবস্থাপনা:

৫.৩.১ ট্র্যানজ্যাকশন অডিটের পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন:

পরিকল্পিতভাবে অডিট সম্পাদন এবং অডিটের উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত করার জন্য অডিট প্রোগ্রামের পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করতে হবে। এই পর্যালোচনায় নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

(ক) অডিট আওতাধীন ট্র্যানজ্যাকশনগুলোর অডিট প্রক্রিয়া;

(খ) উপযুক্ত কভারেজ/ব্যাপ্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচিত নমুনার পর্যাপ্ততা;

(গ) কাস্টমস অ্যাক্ট ১৯৬৯, আইন, বিধি, SRO এবং আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অডিট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে কার্যপত্র তৈরি;

(ঙ) যেকোনো প্রয়োজনীয় পুনঃমূল্যায়ন এবং অর্থদণ্ড বা জরিমানা সংক্রান্ত ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করা।

৫.৩.২ প্রতিবেদন প্রণয়ন:

প্রাথমিক অডিট রিপোর্ট (ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড টার্গেটেড অডিট):

(ক) অডিট শেষ করার পর, অডিট দল ফলাফলের সারসংক্ষেপ তৈরি করবে এবং চূড়ান্ত সভার প্রস্তুতি হিসাবে একটি প্রাথমিক অডিট প্রতিবেদন তৈরি করে তাদের অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর কাছে পর্যালোচনার জন্য জমা দিবেন; [পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য]

(খ) প্রতিবেদনের কাঠামোটি PCA অডিট ব্যবস্থাপকদের নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিন্যস্ত হবে;

(গ) প্রাথমিক প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

i. আমদানিকারক/রপ্তানিকারকের বিবরণ;

ii. অডিটের উদ্দেশ্য;

iii. অডিট কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি;

iv. পরীক্ষাকৃত রেকর্ড/দলিলাদি;

v. সম্পাদিত অডিট কার্যাবলি;

vi. অডিট পর্যবেক্ষণ/ফলাফল;

vii. সুপারিশমালা।

(ঘ) অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানকে অডিটের সংক্ষিপ্ত ফলাফল প্রেরণের আগে অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর নিকট থেকে অডিট টিম প্রাথমিক প্রতিবেদনের অনুমোদন নিবেন।

৫.৩.৩ চূড়ান্ত সভা:

যদি অডিটের জন্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রয়োজন হয়, তাহলে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সমাপ্তির আগে অডিটের ফলাফলগুলো নিয়ে অডিট টিম আমদানিকারক/রপ্তানিকারকের সাথে একটি বৈঠক করবেন। এই সভায় আমদানিকারক/রপ্তানিকারক অডিট থেকে চিহ্নিত যেকোনো ঘাটতি, ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা, ভুল বা বাস্তবিক ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ দিতে হবে।

এই চূড়ান্ত সভার উদ্দেশ্য নিচের বিষয়গুলো নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আমদানিকারক/ রপ্তানিকারকে অবগত করা:

(ক) অডিটের ফলাফল;

(খ) ভবিষ্যতে পুনরায় অডিটের আওতায় আসলে;

(গ) সংঘটিত ভুল/পুনরাবৃত্তি এড়াতে করণীয়;

(ঘ) অডিটের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কাস্টমস কর্তৃক গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপ;

(ঙ) চিহ্নিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবেদন তৈরি;

(চ) অডিট ফলাফলের সাথে আমদানিকারক/রপ্তানিকারকের একমত না হলে আপিলের পদ্ধতিসমূহ।

চূড়ান্ত সভায় আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ/উত্তর ইত্যাদি অডিট টিম রেকর্ড করবেন। সভাশেষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সভার কার্যবিবরণী অডিট টিম স্বাক্ষর করবেন।

৫.৩.৪ চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে।

৫.৩.৫ চূড়ান্ত প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

চূড়ান্ত প্রতিবেদন অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর নিকট জমা দিতে হবে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে যদি চূড়ান্ত সভার পর কোনো সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে, সেটি অন্তর্ভুক্ত করে একে চূড়ান্ত করতে হবে এবং একটি ব্যবস্থাপনাপত্র প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিবেদন এবং ব্যবস্থাপনাপত্র উভয়ই পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর কাছে জমা দিতে হবে ।

৫.৩.৬ পরবর্তী কার্যাবলি ও অডিট সমাপ্তি প্রক্রিয়া

(১) চাহিদাপত্র/মূল্যায়ন

অডিটের ফলে অতিরিক্ত কর ধার্য হলে এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানকে সেটি পরিশোধ করতে বলতে হবে। তাকে লিখিতভাবে একটি নির্দিষ্ট আইনানুগ সময়সীমা দিতে হবে যার মধ্যে অতিরিক্ত কর, প্রভৃতি জমা দেওয়া আবশ্যক।

(২) অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন

প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান অডিট ফলাফল বিষয়ে সম্মত হলে, অথবা কোনো আপত্তি জানালে, একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। এতে অডিটের চূড়ান্ত ফলাফল বা অবস্থান তুলে ধরতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে এটি প্রাসঙ্গিক সকল অংশীজনকে পাঠাতে হবে।

(৩) ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দলিলাদি ফেরত প্রদান

প্রতিবেদন দাখিলের পর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমাকৃত অপ্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রাপ্তিস্বীকার মূলে ফেরত দিতে হবে। অভ্যন্তরীণভাবে প্রাপ্ত রেকর্ডগুলো সংশ্লিষ্ট অফিসে ফেরত প্রদান করতে হবে।

৫.৩.৭ অডিট চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন

অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর কাছে জমা দেওয়ার আগে সকল দলিলাদি পূর্ণাঙ্গ, স্বাক্ষরিত এবং সূচিবদ্ধ হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে দলনেতা অডিট ফাইলটি পরীক্ষা করবেন। অডিটের সমস্ত কাগজপত্র অডিট ফাইলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ সকল কাজ, যেমন অডিটের কোনো সুপারিশ বাস্তবায়ন, বা ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্মতি বা অসম্মতি চূড়ান্ত হয়ে গেলে অডিট ফাইলটি অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর কাছে পাঠাতে হবে।

অডিট সম্পূর্ণ হয়েছে এই মর্মে অডিট তত্ত্বাবধায়নকারী স্বাক্ষর করবেন। অডিট তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তা কমিশনারের অনুমোদনক্রমে কাস্টমস ভ্যালুয়েশন ও অভ্যন্তরীণ অডিট কমিশনারেট এবং কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটে পিসিএ রিপোর্ট প্রেরণ করবেন এবং উক্ত কমিশনারেটগুলো নিজস্ব সিস্টেমে বার্ষিক PCA প্ল্যান আপডেট করবেন।

পূর্ণাঙ্গ অডিট ফাইলগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং কাস্টমস ভ্যালুয়েশন ও অভ্যন্তরীণ অডিট কমিশনারেট এ নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে। স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অডিট প্রতিবেদনের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবেন :

(ক) অডিটকৃত প্রতিটি ব্যবসার নাম এবং তারিখ;

(খ) অডিট দলের নাম;

(গ) প্রতিটি অডিট সম্পন্ন করার সময়;

(ঘ) অডিটের ফলাফল, অসঙ্গতির মাত্রা বা চিহ্নিত অন্যান্য অনিয়ম।

৫.৪ অডিট সম্পাদনের সময়সীমা

(১) ট্র্যানজ্যকশন বেইজ অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করতে সময়ের বিভাজন সাধারণত নিম্নরূপ হবে, যথা—

(ক) প্রস্তুতি: ৫ (পাঁচ) কর্মদিবস;

(খ) নিরীক্ষাকাল: ২০(বিশ) কর্মদিবস। (তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সরেজমিন পরিদর্শন);

(গ) অডিট প্রতিবেদন প্রস্তুত: ৫(পাঁচ) র্কমদিবস।

উপরে বর্ণিত হিসাব অনুসারে প্রতি মাসে একটি অডিট টিম সাধারণভাবে এক বা একাধিক কার্যকর অডিট সম্পাদন করতে পারবে। তবে নিরীক্ষাকর্মের ধরন ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধি অডিট পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করতে পারবেন। ক্ষেত্রমতে কমিশনার অথবা মহাপরিচালক অডিটধীন প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে উক্ত সময়সীমার পরিবর্তন করবেন।

অধ্যায়-৬:
সিস্টেম বেইজড অডিট কৌশল ও ব্যবস্থাপনা

৬.১ ভূমিকা

অডিট কর্মসুচী পাওয়ার পর অডিট দলের সদস্যগণ অডিটের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণসহ প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। এ লক্ষ্যে তাদেরকে আইন, বিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আদেশ-নির্দেশ, পরিপত্র, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের কাস্টমস সংক্রান্ত বিচারাদেশের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি, মূল্য নির্ধারণ, এইচ.এস. কোড, অরিজিন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানের অতীত কার্যক্রম , রেকর্ড ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাক ধারণা অর্জনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সমজাতীয় পণ্যের অপরাপর প্রতিষ্ঠানের অডিটে প্রাপ্ত অনিয়ম/রাজস্ব ফাঁকি সম্পর্কে কেইস স্টাডি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে। সিস্টেম অডিটের সাফল্য বা অন্যবিধ মূলত প্রস্তুতির গুণমান এবং অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের উপর অনেকাংশেই নির্ভর করবে। অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরির জন্য প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে সম্পাদিত কাজ/গবেষণা ইত্যাদি যেকোনো অডিটের ক্ষেত্রেই সাফল্যের মৌলিক চাবিকাঠি।

৬.২ সিস্টেম বেইজড অডিট কৌশল

৬.২.১ সিস্টেম বেইজড অডিট কার্যক্রমের প্রাথমিক ধাপসমূহ

(১) প্রাথমিক অনুশীলন :

অডিট টিম সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য ব্যবহার করে একটি প্রাথমিক অডিট পরিকল্পনা তৈরি করবেন। প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে:

i) অডিটের ব্যাপ্তি ও সময়কাল;

ii) প্রতিষ্ঠানের সিস্টেমসমূহ;

iii) প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণসমূহ যা পরিদর্শন করতে হবে;

iv) পণ্যচালানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষ ও বিষয়াদি;

v) প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কাঠামোর একটি বিস্তারিত প্রোফাইল তৈরি করা।

সরেজমিন সমীক্ষার মাধ্যমে বা অডিট প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে এই তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। তথ্যের অন্যান্য উপযোগী উৎস হল ইন্টারনেট, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকাশনা, লিফলেট, বিজ্ঞাপন, একই ধরনের অন্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি। প্রাথমিক অনুশীলন হিসাবে প্রাক-অডিট গবেষণার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে:

(ক) সম্ভাব্য তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সিস্টেমের ঝুঁকিসম্পন্ন ক্ষেত্র এবং বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন এমন আমদানি ঘোষণা শনাক্ত করতে সহায়তা করা এবং

(খ) অস্থায়ী অডিট পরিকল্পনার খসড়া তৈরিতে সহায়তা করা যার মধ্যে অডিটের উদ্দেশ্য, পরিধি, পদ্ধতি এবং দলের সদস্যদের নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(২) অডিটের নিমিত্ত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ :

প্রাথমিক পর্যায়ে সিস্টেম অডিটের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে:

(ক) প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যের উৎস শনাক্ত করা যেমন- কাস্টমসের সংশ্লিষ্ট শাখা, মূল্য সংযোজন কর, ব্যাংক, জয়েন্ট স্টক, আয়কর বিভাগ, সরকারি অন্যান্য বিভাগ;

(খ) আমদানিকারক সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে:

- বিগত সময়ের আমদানি পরিসংখ্যান;
- আমদানিকারকের সাথে সম্পর্কিত ইতোপূর্বে কোনো কাস্টমস রুলিং যেমন- পণ্যের ক্লাসিফিকেশন বা মূল্য নির্ধারণ;
- অনুরূপ কোনো রুলিং যা পর্যালোচনাধীন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে;
- আমদানিকারক সম্পর্কিত পূর্ববর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং শনাক্তকৃত অনিয়মের বিশদ বিবরণ;
- প্রতিষ্ঠানের তর্কিত কোনো বিষয় বিচারাধীন রয়েছে কিনা;
- প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত অন্য কোন বিষয়।

(৩) প্রস্তুতিমূলক চেকলিস্ট :

অডিট কার্য সম্পন্ন করার অভিপ্রায়ে অডিট ফাইল খোলার পর, অডিট টিম প্রতিষ্ঠানের ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) কিংবা বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (বিআইএন) এর মাধ্যমে অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের ট্র্যানজ্যাকশন এর তথ্য পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ী সংগ্রহ এবং কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(৪) চূড়ান্ত অডিট পরিকল্পনা

ব্যবসায়িক প্রাঙ্গণে প্রাথমিক সভা এবং পরিদর্শনের পরে, ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর অডিটের জন্য পরিকল্পনাটি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমার্জন করা যেতে পারে। পরবর্তীতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একত্রিত করে চূড়ান্ত অডিট পরিকল্পনা তৈরি করা হবে:

(ক) অডিট কাজের পরিধি;

(খ) অডিটের উদ্দেশ্য;

(গ) অডিট প্রোগ্রাম;

(ঘ) যে সকল প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করা হবে, যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে এবং প্রক্রিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ করা হবে;

(ঙ) পরিদর্শনের প্রস্তাবিত সময়;

(চ) অডিটের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়, যেমন-পূর্বের অডিটের অনিষ্পন্ন বিষয়, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট/শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেটের রেফারেন্স।

(৫) অডিটের অভিপ্রায় জানিয়ে প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ প্রেরণ

প্রবিধানে নির্ধারণকৃত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অডিটরকে অডিট শুরু করার আগে, লিখিতভাবে, অডিটের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হবে। [পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য]

(৬) অডিট কার্য সম্পাদনে জিজ্ঞাসিতব্য বিষয়াবলি

অডিট প্রশ্নাবলীর উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এবং কাস্টমস ট্র্যানজ্যাকশনের সাথে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ । সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ প্রধান ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে এই প্রশ্নাবলী অডিটরকে সহায়তা করে। যেহেতু প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ভিন্ন, তাই প্রতিটি অডিটেই উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান বিশদভাবে প্রশ্নের উত্তর দিলে, অডিট দল ট্রেডার প্রোফাইলটি হালনাগাদ করতে পারেন ও অডিট কার্যক্রম শুরু করতে পারেন। প্রশ্নের উত্তর, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং কাস্টমস কর্মীদের সাক্ষাৎকার, প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতিগত জরিপ এবং সীমিত মাত্রায় পরীক্ষা - কোম্পানীর ইন্টারনাল কন্ট্রোল ব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হবে।

(৭) অডিট টিম কর্তৃক ব্যবসায় প্রাঙ্গণ পরিদর্শন-পূর্ব কার্যক্রম

অডিট টিম প্রয়োজনে অন্যূন ০৭ (সাত) কার্যদিবস পূর্বে ই-মেইল/টেলিফোনিক মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন:

(ক) প্রাথমিক সভার সময়, তারিখ ও স্থান নিশ্চিত করা;

(খ) পুনরায় সংক্ষেপে অডিটের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা;

(গ) অডিট সম্পর্কিত চলমান যোগাযোগের উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তিকে নির্ধারণ;

(ঘ) প্রাথমিক সভা আয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মনোনীত ব্যক্তির সাথে কথা বলা;

(ঙ) অডিট দলের কাজের জায়গা বরাদ্দ করার অনুরোধ করা।

৬.২.২ সিস্টেম বেইজড অডিটের মূল পর্ব

(১) প্রাথমিক সভা

অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান বা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে প্রাথমিক সভাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি অডিটটি কোন ধারায় ও কেমন পরিবেশে পরিচালিত হবে তা এখানেই নির্ধারিত হবে। প্রাথমিক সভা সাধারণত প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং অডিট সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত অডিটর ও প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পর্যায়ের

কর্মকর্তা এখানে উপস্থিত থাকলে অডিট চলাকালে উচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়। এটি লক্ষ্যণীয় যে কাস্টমস অডিট দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিভক্ত। যথা:

I) প্রথম পর্যায়টি মূলত 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং', তথা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আমদানি বা রপ্তানি ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট ইনটারনাল কন্ট্রোল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ম্যানেজার ও কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ পরিদর্শনের মাধ্যমে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা।

II) দ্বিতীয় ধাপ হল আমদানি বা রপ্তানি ব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিক ইন্টারনাল কন্ট্রোল ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করা এবং বিদ্যমান সমস্ত ব্যবসায়িক তথ্য (বিক্রয় রেকর্ড, সম্পূরক রেকর্ড এবং বার্ষিক হিসাব সহ) ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কাস্টমস ঘোষণার যথার্থতা পরীক্ষা করা।

প্রাথমিক সভা এবং ব্যবস্থাপকদের সাথে অন্যান্য সভাসমূহকে প্রথম পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার জন্য এই সভাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ , যার মাধ্যমে অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের কন্ট্রোল ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। প্রাথমিক সভায় নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে:

(ক) অডিট দল এবং অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ভূমিকা;

(খ) অডিটের উদ্দেশ্য এবং সুবিধা;

(গ) অডিটের বিস্তৃত রূপরেখার পদ্ধতি ইত্যাদি;

(ঘ) অডিটের আনুমানিক সময়কাল (ফলাফলের উপর নির্ভর করে সময় পরিবর্তিত হতে পারে);

(ঙ) অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম;

(চ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া এবং অতীত কার্যক্রম;

(ছ) অডিট চলাকালে অডিটরদের যে তথ্যের প্রয়োজন হবে;

(জ) অডিটের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের মনোনীত যে ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে হবে;

(ঝ) বিজ্ঞপ্তিপত্রে উল্লেখিত নথির প্রাপ্যতা;

(ঞ) অডিট পরিচালনার স্থান;

(ট) নথি, তথ্য, প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখার নিশ্চয়তা ।

অডিটরদের প্রাথমিক সভার আলোচনাকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অডিটররা সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন এবং অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান বা তাদের প্রতিনিধির কাছে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করবেন।

প্রাথমিক সভার পর অডিট টিম প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রথম পর্যায়ের সভাগুলো আরম্ভের অনুরোধ করবেন। এই সভাগুলোতে বিভিন্ন ইউনিটের কার্যকলাপ, পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সংরক্ষিত রেকর্ডগুলোর উপর প্রশ্ন করে ব্যবসার সামগ্রিক কার্যকারিতা এবং দক্ষতা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ধারণা অর্জনের প্রচেষ্টা করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির কমপ্লায়েন্সের মাত্রা যতটা সম্ভব সঠিকভাবে নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই সভাগুলো সহায়ক হবে।

(২) প্রাথমিক দলিলাদি পরীক্ষা

প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যাচাই করতে হবে:

(ক) ট্যারিফ ক্লাসিফিকেশন;

(খ) ইনকোটার্ম (IncoTerm)

(গ) ডিউটি হার;

(ঘ) ট্যারিফ ছাড়;

(ঙ) মূল্য নির্ধারণ;

(চ) কান্ট্রি অব অরিজিন;

(ছ) পরিমাণ ও একক (সাইজ; ডেনসিটি; স্পেসিফিকেশন)।

(৩) নমুনার আকার নির্ধারণঃ

যেক্ষেত্রে B/E এর সংখ্যা বা অন্যান্য দলিলাদির সংখ্যা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে Random Sampling ভিত্তিতে যাচাই করতে হবে।

(৪) হিসাব এবং অন্যান্য রেকর্ড পরীক্ষা :

ট্র্যানজ্যাকশন অডিটের বিপরীতে, সিস্টেম অডিট শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের কাস্টমস ট্র্যানজ্যাকশন নয়, বরং প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক চক্রকেই পরীক্ষা করে। সিস্টেমের যেকোনো দুর্বলতা সম্ভাব্য non-compliance-এর একটি ভাল সূচক। কোনো দুর্বলতা পাওয়া গেলে অডিটরগণ একটি নির্বাচিত সংখ্যক নির্দিষ্ট ধরনের ট্র্যানজ্যাকশন পরীক্ষা করে সিস্টেমটির প্রকৃত কমপ্লায়েন্স মাত্রা যাচাই করবেন।

PCA'র একটি নীতিগত পদ্ধতি হল কাস্টমস ঘোষণার সম্পূর্ণতা, সঠিকতা, নির্ভুলতা এবং সত্যতা নির্ধারণের জন্য সহায়ক নথি পরীক্ষা করা। অডিটের তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাভেদে হার্ড কপি বা ইলেকট্রনিক তথ্য এবং ব্যবসায়িক অংশীদার এবং ট্র্যানজ্যাকশনের সাথে জড়িত তৃতীয় পক্ষের প্রাসঙ্গিক তথ্য পরীক্ষা করতে হবে। অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ বই, স্লিপ, ওয়ার্কশীট এবং উৎস নথি, পটভূমি তথ্য এবং অভ্যন্তরীণ অডিট তথ্য সহ অন্যান্য দলিলাদি পরীক্ষা করতে হবে। হিসাব বই, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশ্লিষ্ট মূসক ফরমসমূহ এবং রেকর্ড অডিট করার সময়, অডিটরদের মনে রাখতে হবে যে কাস্টমস অ্যাক্ট-এর ও প্রবিধানের পরিপালনের মাত্রা নির্ধারণ/চেক/নিশ্চিত করার জন্য অডিটটি করা হচ্ছে।

যথাসম্ভব বিশদভাবে ও মনোযোগের সাথে এগুলো পালিত হয়েছে কিনা, এবং ফলশ্রুতিতে কাস্টমস আইন এবং কমপ্লায়েন্সের প্রতি কতটুকু মনোযোগ দেওয়া হয় তার একটি সূচক হিসাবে অডিটরদের বই, রেকর্ড, নথি ইত্যাদির অবস্থা ও নির্ভুলতাকে পরীক্ষা করতে হবে। হিসাব-সম্পর্কিত বই এবং দলিলাদি পরীক্ষার সময়, অডিটরদের নিচের বিষয়গুলোতে প্রাধান্য প্রদান করতে হবে:

- **হিসাব বই এবং রেকর্ডে পরিসংখ্যান এবং বর্ণনার মধ্যে কোন পার্থক্য;**

(ক) যেসব রেকর্ডকে সাধারণভাবে স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ নীতি অনুসারে বিবেচনা করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণত ক্রয় একাউন্টে অনেক ডেবিট এন্ট্রি থাকে, এক্ষেত্রে ক্রেডিট এন্ট্রির উপস্থিতির কারণ হতে পারে মূল্য নির্ধারণের পর বিনিময় মূল্য হ্রাস করা বা এতে ছাড় দেওয়া।

(খ) সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করতে হবে। ডাবল-এন্ট্রি-বুকিং সিস্টেমের অধীনে, একটি ট্র্যানজ্যাকশনের তথ্য কমপক্ষে দুটি অ্যাকাউন্ট শিরোনামে প্রবেশ করানো হয়। একটি অ্যাকাউন্টের ডেবিট এন্ট্রি অন্য অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ক্রেডিট এন্ট্রি হিসাবে দেখা যায়। অতএব, সম্ভাব্য জালিয়াতি এবং ত্রুটি সনাক্ত করার ক্ষেত্রে একটি একাউন্টের তথ্যকে অন্য একাউন্টেও পর্যবেক্ষণ করতে হবে;

(গ) একই কনসাইনমেন্টের জন্য দ্বিতীয় বা ''ডাবল'' ইনভয়েসের অস্তিত্ব; ইত্যাদি।

(৫) হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা

অডিট শুরু করার আগে, অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্য প্রাক-অডিট প্রস্তুতি পর্যায়ে সংগ্রহ করতে হবে এবং তথ্যের সঠিকতা অডিট চলাকালেই পরীক্ষা করতে হবে। রেকর্ডের অবস্থা, অডিট চলাকালে উপস্থাপিত ফাইলিং সিস্টেম ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অডিটরগণ ব্যবসার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, ইন্টারনাল কন্ট্রোল ব্যবস্থার দক্ষতা এবং কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি/ সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারেন। বিশেষ করে অডিটরদের নিম্নলিখিত বিষয়াদি পর্যালোচনা করবেন:

(ক) হিসাব বা রেকর্ড আলাদা পাতা হিসাবে/পৃষ্ঠাভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হলে, কোন পাতা বদলে দেওয়া হয়েছে কিনা বা বের করে নেওয়া হয়েছে কিনা তা জানার জন্য ক্রমানুসারে পৃষ্ঠাগুলো পরীক্ষা করতে হবে;

(খ) ব্যবসা সংক্রান্ত নথি; যে সময়ের জন্য দলিলাদি চাওয়া হয়েছে সেগুলো কোনটি বাদ না দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে;

(গ) যদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে, একটি বাণিজ্যিক ব্যবসায় সাধারণত যে নথিগুলো থাকে সেগুলো তারা তৈরি বা সংরক্ষণ করছেন না, সেক্ষেত্রে অডিটরগণ লিখিতভাবে এর ব্যাখ্যা চাইতে পারেন।

(৬) ব্যবসা-সম্পর্কিত বই এবং রেকর্ড পরীক্ষণের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা:

(ক) ফাইলিং পদ্ধতি: অনুক্রমিক পৃষ্ঠাগুলোতে তারিখগুলোর মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান, কিছু পৃষ্ঠার অনুপস্থিতি বা পৃষ্ঠার ক্রম পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া, কাগজপত্র সরিয়ে ফেলার একটি চিহ্ন হতে পারে;

(খ) ব্যবহৃত কাগজের ধরন এবং গুণগতমান, শৈলী এবং স্বাক্ষরের পার্থক্য: এগুলো তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে কারণ, ইচ্ছাকৃত অসদাচরণের উদ্দেশ্যে তৈরি নথিগুলোর ক্ষেত্রে কাগজের মান ও ধরন, ফরম ও সই প্রকৃত/বৈধ কাগজপত্র থেকে ভিন্ন হতে পারে;

(গ) দলিলাদির উৎস: নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের তৈরি বহিরাগত দলিলাদি অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর নির্ভরযোগ্য;

(ঘ) মার্জিনে হাতে লেখা নোট এবং পৃথকভাবে সংযোজিত পৃষ্ঠা: জালিয়াতি এবং ত্রুটি সম্পর্কিত বিষয়গুলো প্রায়শই এইভাবে লেখা হয়;

(ঙ) কোন পৃষ্ঠার অস্বাভাবিক চেহারা: উদাহরণস্বরূপ - অস্বাভাবিক ফাঁকা পৃষ্ঠা, অস্বাভাবিক ভাঁজ এবং অপ্রয়োজনীয় পাঞ্চ হোল;

(চ) মূল দলিলাদি: আসল কপি সংগ্রহ করা হবে, প্রতিলিপি বা অনুলিপির ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা বেশি;

(ছ) দৈনন্দিন ব্যবহৃত নথি দিয়ে কাজের সূচনা: তাদের অস্তিত্ব নেই এমন দাবি করা বা উপস্থাপন করতে অস্বীকৃতি জানানো, এসব অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য তখন আর সহজ হবে না।

(৭) পরীক্ষার আওতাধীন হিসাব ও নথির তালিকা :

ব্যবসা-সম্পর্কিত হিসাব ও নথি। যেমন:

(ক) অর্ডার শিট;

(খ) বিক্রয় এবং ক্রয় চুক্তি;

(গ) কারিগরি সহায়তা চুক্তি;

(ঘ) কমিশন চুক্তি;

(ঙ) প্রক্রিয়াকরণ নির্দেশ;

(চ) উৎপাদন প্রতিবেদন;

(ছ) চিঠিপত্র;

(জ) কাস্টমস ঘোষণা, বাণিজ্যিক ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট , বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল, পণ্যের স্পেসিফিকেশন শিট, পণ্য ব্রোশিউরসহ কাস্টমস সম্পর্কিত অন্যান্য নথি;

(ঝ) কাস্টমস ঘোষণার যথার্থতা যাচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যেকোনো তথ্য;

(ঞ) অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত হিসাব এবং তথ্য - যেমন: হিসাবরক্ষণের বই, এবং সমস্ত উৎস নথি যেমন এলসি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, রেমিট্যান্স এবং ডেবিট/ক্রেডিট নোট।

(৮) অডিট চলাকালীন তথ্যাদি রেকর্ডকরণ:

অডিট চলাকালীন নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি রেকর্ড করতে হবে:

(ক) পরীক্ষার আওতাধীন দলিলাদি (ইনভয়েস নম্বর, সরবরাহকারী, তারিখ, এবং পণ্যের বিবরণ);

(খ) পরীক্ষার উদ্দেশ্য (মান, HS Code, কান্ট্রি অব অরিজিন, পরিমাণ, CPC ইত্যাদি যাচাই);

(গ) পরীক্ষণের তারিখ;

(ঘ) পরীক্ষণ পদ্ধতির বিবরণ;

(ঙ) পরীক্ষণের পর্যায় ও ব্যাপ্তি;

(চ) নমুনা নির্বাচনের ভিত্তি ও নমুনার আকার;

(ছ) মোট নমুনা সংখ্যা;

(জ) পরীক্ষণের ফলাফল।

যেকোনো প্রাসঙ্গিক নথির প্রতিলিপি তৈরি করতে হবে। ব্যবসায়িক প্রাঙ্গণে প্রতিলিপি তৈরি সম্ভব না হলে তাহলে মূল নথিটি চেয়ে নিতে হবে এবং ব্যবসায়ীকে নথিগুলোর জন্য একটি স্বাক্ষরিত রসিদ দিতে হবে। প্রতিলিপি তৈরির পর যত দ্রুত সম্ভব মূল কাগজপত্র আমদানিকারককে ফেরত দিতে হবে। যে কোনো নমুনা নেওয়ার জন্য একটি স্বাক্ষরিত রসিদও দিতে হবে।

(৯) কম্পিউটার-ভিত্তিক অ্যাকাউন্ট সিস্টেমের পরিদর্শন

কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাবের অডিট:

(ক) হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে কম্পিউটার ব্যবহারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় অডিট কর্মকর্তাগণ অডিট প্রক্রিয়াধীণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়সহ উৎপাদনস্থল/সেবা প্রদানস্থল/বিক্রয় কেন্দ্র হতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য/দলিলাদি সংগ্রহ করবেন;

(খ) অডিট কার্যক্রমের শুরুতে অডিট কর্মকর্তাগণকে অডিট প্রক্রিয়াধীণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত কম্পিউটারাইজড হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে। কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য/ দলিলাদি থেকে অডিট কর্মকর্তাগণ শুল্ক সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এবং শুল্ক ফাঁকি উদঘাটনে সহায়ক তথ্যাদি (যেমন: বিক্রয় তথ্য, ক্রয় তথ্য, উৎপাদন তথ্য, সরবরাহ তথ্য, মজুদ তথ্য, ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি) সংগ্রহ করবেন;

(গ) কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য/ দলিলাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে অডিট কর্মকর্তাগণ মূলত নিম্নোক্ত তিনটি উৎস হতে তথ্য/দলিলাদি সংগ্রহ করবেন:—

i. হিসাবরক্ষণের কার্যক্ষেত্র (Accounting Domain) থেকে হিসাবরক্ষণের রেকর্ড ফাইল, ইনভেন্টরি ফাইল, হিসাবের তালিকা;

ii. ব্যবস্থাপনার কার্যপরিধি (Management Domain) থেকে ব্যয় হিসাব, ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় ব্যবস্থাপনা;

iii. হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাসমূহ (Accounting treatments) থেকে সাধারণ ফাইল, কারিগরি ফাইল, পরিচালন ফাইল, ব্যবহারকারী বা ইউজার ফাইল।

(ঘ) কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত হিসাবরক্ষণ হতে সংগৃহীত ফাইলসমূহ প্রক্রিয়া করণের ক্ষেত্রে নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে পারেন।

(১০) ERP (Enterprise Resource Planning) Software ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের অডিট:

(ক) ERP (Enterprise Resource Planning) Software ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে অডিট করার ক্ষেত্রে ERP Software হতে Sells, Production, Procurement, Distribution, Accounting সহ অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত বি/ই এর সাথে যাচাই করতে হবে;

(খ) ERP Software এর Financial Accounting Module হতে General Ledger, Payables, Receivables, Collections, Cash management দেখা যেতে পারে;

(গ) ERP Software এর Management Accounting Module হতে Costing, Cost Management দেখা যেতে পারে;

(ঘ) ERP Software এর Manufacturing Module হতে Bill of Materials, work orders, Capacity, Manufacturing Process, Manufacturing Flow দেখা যেতে পারে;

(ঙ) ERP Software এর Supply Chain Management Module হতে Purchasing, Inventory, Warehousing (receiving, put away, picking and paking) দেখা যেতে পারে;

(চ) ERP Software এর Order Processing Module হতে Order Entry, Pricing, Inventory, Sales Analysis and Reporting দেখা যেতে পারে।

অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার সিস্টেম পরীক্ষণের সময়, অডিটরগণ এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, এই তথ্য পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে সংগ্রহের জন্য তাদের বিশেষায়িত দক্ষতাসম্পন্ন অতিরিক্ত অন্য ব্যক্তির সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে অডিটররা অডিট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সেটি জানাবেন এবং সহায়তার জন্য অনুরোধ করবেন।

(১১) পণ্য এবং প্রাঙ্গণের সরেজমিন পরিদর্শন

সাম্প্রতিক সময়ে অডিটের আওতায় পণ্যের সরেজমিন পরীক্ষার দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া সত্ত্বেও, ঝুঁকির নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত পণ্যের সরেজমিন পরিদর্শন অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর হতে পারে। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই পণ্য পুনর্বার বিক্রয় করে দেওয়া হয়, তাই পণ্যের সরেজমিন পরীক্ষা সাধারণত PCA এর কোন অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নয়। তবে, আমদানিকৃত পণ্যগুলো অডিটের সময় প্রতিষ্ঠানের আওতায় থাকলে অডিট টীম পরিমাণ, শ্রেণিবিভাগ এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রগুলোর সাথে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে আমদানি ঘোষণার যথার্থতা পরীক্ষা করার জন্য একটি সরেজমিন পরিদর্শন করা প্রয়োজন মনে করতে পারেন। সরেজমিন পরিদর্শন সম্ভব না হলে, ওয়ারহাউজ ইনভেনটরি দলিলাদির ভিত্তিতেও এই পরীক্ষা করা যেতে পারে।

অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে সরেজমিন পরিদর্শন অডিটরকে, প্রাপ্ত তথ্য ও হিসাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে তৈরি ধারণাকে বাস্তব অবস্থার সাথে তুলনা

করতে সহায়তা করে। গুদামজাতকরণ বা উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে পণ্যের চলাচল/অগ্রগতি/প্রক্রিয়াজাতকরণ অনুসরণ করে বিক্রয় পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব। সরেজমিন পরিদর্শনের সময়, অডিটরগণ কাস্টমসের সাথে প্রাসঙ্গিক/সংশ্লিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু কার্যক্রম চিহ্নিত করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন পণ্যের উপস্থিতি বা নতুন সুবিধার সম্প্রসারণ ও বিকাশ যা ব্যবসার ক্ষেত্র বৃদ্ধি বা অন্য পরিবর্তন নির্দেশ করতে পারে।

(১২) অডিট চলাকালে উদ্ভূত সমস্যা : তৃতীয় পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করতে অডিটের সম্প্রসারণ

প্রতিষ্ঠান অডিটের পরিপূরক হিসাবে, উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক হিসাবের পরীক্ষাকে থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অডিট বলা হয়। তাত্ত্বিকভাবে, প্রতিষ্ঠানের রেকর্ড ইত্যাদি পরীক্ষা করাই অডিটের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। যদি অডিটর নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সম্মুখীন হন, সেক্ষেত্রে থার্ড পার্টিকে অডিটের আওতায় আনা যেতে পারে:

(ক) চূড়ান্ত প্রমাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি না থাকা;

(খ) দলিলাদিতে জালিয়াতির স্পষ্ট উপস্থিতি;

(গ) প্রমাণের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি যথাযথ ঘোষণা দিয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে না পারা।

তৃতীয় পক্ষ হিসাবে নিচের ব্যক্তি/কোম্পানীগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

(ক) পণ্য বা সেবার সরবরাহকারী ;

(খ) প্রতিষ্ঠান হতে পণ্য বা সেবা গ্রহণকারী ;

(গ) কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্ট;

(ঘ) মধ্যস্থতাকারী, ব্যাংক, এজেন্ট বা আমদানি ট্র্যানজ্যাকশনের সাথে জড়িত অন্যান্য এজেন্ট।

তৃতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রয়োজন কিনা তা যাচাই করার সময়, নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু কাস্টমস এজেন্টরাই (সিএন্ডএফ, শিপিং এজেন্ট ইত্যাদি) সাধারণত কাস্টমস ঘোষণা তৈরি করে থাকেন এবং আমদানি ও রপ্তানিকারকরা এর সঠিকতা যাচাই করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেন না বা কন্ট্রোল বিষয়ে সীমিত পদক্ষেপ নেন, তাই সাধারণত এজেন্টদের উপস্থিতিতে এই ধরনের পরিদর্শন পরিচালিত হয়ে থাকে। পণ্য পরিবহনকারী প্রতিষ্ঠানসহ অন্য ব্যবসা পরিদর্শন শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট কারণ থাকলেই করা যেতে পারে এবং এর পূর্বে PCA তত্বাবধায়নকারীর অনুমোদনও নিতে হবে। কাস্টমস এজেন্ট/এজেন্টদের বা অন্য ব্যবসায় পরিদর্শন করা হলে, অডিটরদের অবশ্যই শুধুমাত্র প্রতিবেদন এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন। প্রাথমিক প্রতিবেদনের ফলাফলগুলো চূড়ান্ত সভার আগেই অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়, যাতে প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে যেকোন মন্তব্য ও বিপরীত যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে বা ব্যখ্যা দিতে পারে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত অডিটের ফলাফল / ফলাফলগুলো একটি ব্যবস্থাপনা পত্রের মাধ্যমে তাদের জানাতে হবে।

৬.৩.১ প্রতিবেদন প্রণয়ন

সম্পূর্ণ এবং নির্ভুল রিপোর্টিং যেকোন অডিট প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমেই অডিট তত্ত্বাবধায়নকারী এবং অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান অডিট ফলাফল জানতে পারেন। প্রতিবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অডিট জুড়েই চলমান হওয়া উচিত। প্রতিবেদনে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কাজের পরিধি, ও ফলাফলের পাশাপাশি প্রযোজ্য উপসংহার, আবশ্যকতা ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। অডিটকৃত ট্র্যানজ্যাকশনগুলোর ক্ষেত্রে কাস্টমস আইন/বিধি পরিপালিত হয়েছে কিনা তা প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি লংঘন করে থাকলে তা চিহ্নিত করে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রতিবেদনে উক্তরুপ লংঘনের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রতিকারে যথাযথ পদক্ষেপের উল্লেখ থাকতে হবে। প্রতিবেদন বস্তুনিষ্ঠ, সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ এবং আইনি বা অডিট পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। [পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য]

৬.৩.২ চূড়ান্ত সভা

প্রাথমিক প্রতিবেদনের অনুমোদন পাওয়ার পর, অডিট দল এই প্রতিবেদনের ফলাফলের একটি সারসংক্ষেপ অডিটকৃত প্রতিষ্ঠানের কাছে উপস্থাপন করবে এবং প্রতিষ্ঠানটির উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সাথে প্রয়োজন মনে করলে একটি চূড়ান্ত সভা আয়োজন করবে। যেখানে অডিট দলের প্রাথমিক ফলাফলের আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা এবং অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ/ফলাফলের ক্ষেত্রে কোন জবাব প্রদান বা আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ প্রদান করা হবে। চূড়ান্ত সভায় অডিট ফলাফল উপস্থাপনকারী কে হবে এবং কি কি বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হবে সেটি সভার পূর্বেই অডিট দলকে নির্ধারণ করতে হবে। যেকোন সুপারিশ, অর্থ পরিশোধের ঘাটতি বা অতিরিক্ত পরিশোধের বিষয়ে চূড়ান্ত সভার উপস্থাপনার আগেই অডিট ব্যবস্থাপকদের সম্মত হতে হবে।

চূড়ান্ত সভায় অডিট দলের করণীয়:

(ক) নিরীক্ষিত সময়কাল সনাক্ত করণ, পরিক্ষিত কাস্টমস ঘোষণাগুলো চিহ্নিত করা;

(খ) সম্পাদিত পরীক্ষাগুলোর বিবরণ প্রদান করা;

(গ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার ইন্টারনাল কন্ট্রোল ব্যবস্থার শক্তি এবং দুর্বলতাগুলো তুলে ধরে অডিটের ফলাফলগুলো উপস্থাপন ও আলোচনা করা;

(ঘ) পদ্ধতিগত দুর্বলতাগুলোকে সংশোধন করার জন্য যে সুপারিশ করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করা;

(ঙ) চিহ্নিত কোনো কম/অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ বা অনিয়মের বিশদ বিবরণ প্রদান করা;

(চ) অডিটের পর কাস্টমস কোন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে তার নির্দেশ প্রদান করা;

(ছ) অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান অডিটের ফলাফল মেনে না নিলে প্রতিষ্ঠানটিকে আপিলের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা;

(জ) ভবিষ্যতে অডিটের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা।

অডিটরগণ চূড়ান্ত সভার আলোচনার একটি বিবরণী তৈরি করবেন। চূড়ান্ত সভার পর যত দ্রুত সম্ভব অডিটর ও অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন। সভায় এটিও পরিষ্কার করতে হবে যে চূড়ান্ত সভায় উত্থাপিত বিষয়, সুপারিশ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে একটি লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, যেখানে সভা পরবর্তী যেকোন প্রাসঙ্গিক বিষয়েরও উল্লেখ থাকবে।

৬.৩.৩ অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের আপত্তি

অডিট ফলাফল বা অডিটের অন্য কোন বিষয় নিয়ে প্রতিষ্ঠানের আপত্তির ক্ষেত্রে, অডিটরগণ চূড়ান্ত সভায় সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপনের জন্য তাদের অনুরোধ করবেন। এধরনের যেকোন আপত্তি লিখিতভাবে অডিট তত্ত্বাবধায়নকারী বরাবর জানানো হবে। আপত্তি উপস্থাপন করার জন্য অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানকে একটি যুক্তিসঙ্গত সময় দিতে হবে। অডিট টিম আমদানিকারককে যুক্তিসঙ্গত সময় (সর্বোচ্চ ১৫ দিন) দিতে পারেন। তবে প্রতিষ্ঠান সময় বাড়ানোর যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ করলে এই সময়সীমা বর্ধিত করা যেতে পারে।

৬.৩.৪ চূড়ান্ত প্রতিবেদন

প্রাথমিক প্রতিবেদন উপস্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠান থেকে আপত্তি, মন্তব্য বা অন্যান্য প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের পর, অডিট দল একটি চূড়ান্ত অডিট প্রতিবেদন তৈরি করবে যা PCA তত্বাবধানকারীর নিকট পাঠাতে হবে। যেকোন সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি দায়িত্বশীল কাস্টমস অফিস এবং ইউনিটগুলোতেও পাঠাতে হবে । চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের আগে, তাদের সিদ্ধান্তে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং প্রমাণ সঠিকভাবে পরীক্ষিত হয়েছে, ফলাফলগুলো মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং নথিভুক্ত করা হয়েছে অডিট টিম এটি নিশ্চিত করবেন। চূড়ান্ত রিপোর্টটি হবে বিস্তারিত এবং প্রাথমিক প্রতিবেদন পরবর্তীতে সৃষ্ট যেকোনো সমস্যা সমাধানের উপযোগী।

চূড়ান্ত প্রতিবেদনে পরিশিষ্ট-৪ তে বর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন অডিট তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে।

৬.৩.৫ পরবর্তী কার্যাবলি ও অডিট সমাপ্তি প্রক্রিয়া

(ক) **চাহিদাপত্র/মূল্যায়ন**

অডিটের ফলে অতিরিক্ত ডিউটি-ট্যাক্স ধার্য হলে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানকে সেটি পরিশোধ করতে বলতে হবে। তাকে লিখিতভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হয় যার মধ্যে অতিরিক্ত ডিউটি-ট্যাক্স, প্রভৃতি জমা দেওয়া আবশ্যক।

(খ) **অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন**

প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান অডিট ফলাফল বিষয়ে সম্মত হলে, অথবা কোন আপত্তি জানালে, একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন তৈরি করে অডিটের চূড়ান্ত ফলাফল বা অবস্থান তুলে ধরতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ সকল স্টেকহোল্ডারদের এই প্রতিবেদনটি শেয়ার করবেন। অভ্যন্তরীণ স্টেকহোল্ডারদের প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করার নিরিখে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে চূড়ান্ত অডিট অবস্থানের সাথে সংযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ সূচকগুলোকে হাইলাইট করা অত্যান্ত জরুরী যেন ভবিষ্যতে তারা এ ধরণের সমস্যার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

(গ) **ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দলিলাদি ফেরত দেওয়া**

প্রতিবেদন দাখিলের পর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমাকৃত অপ্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রাপ্তিস্বীকার মূলে ফেরত দিতে হবে। অভ্যন্তরীণভাবে প্রাপ্ত রেকর্ডগুলো সংশ্লিষ্ট অফিসে ফেরত দেওয়া হবে।

৬.৩.৬ অডিট চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন

অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর কাছে জমা দেওয়ার আগে সকল দলিলাদি পূর্ণাঙ্গ, স্বাক্ষরিত এবং সূচীবদ্ধ হয়েছে তা নিশ্চিত করতে দলনেতা অডিট ফাইলটি পরীক্ষা করবেন। নোটবুক এবং অডিটের সমস্ত কাগজপত্র অডিট ফাইলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।অসম্পূর্ণ সকল কাজ, যেমন অডিটের কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন, বা ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্মতি বা অসম্মতি চূড়ান্ত হয়ে গেলে অডিট ফাইলটি অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর নিকট পাঠাতে হবে।

অডিট সম্পূর্ণ হয়েছে অডিট তত্ত্বাবধায়নকারী এই মর্মে স্বাক্ষর করবেন। অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর অনুমোদনক্রমে কাস্টমস ভ্যালুয়েশন ও অভ্যন্তরীণ অডিট কমিশনারেট এবং কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটে পিসিএ রিপোর্ট প্রেরণ করবেন এবং উক্ত কমিশনারেটগুলো নিজস্ব সিস্টেমে বার্ষিক PCA প্ল্যান আপডেট করবেন।

৬.৪ অডিট সম্পাদনের সময়সীমা

সিস্টেম বেইজ অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করতে সময়ের বিভাজন নিম্নরূপ হতে পারে, যথা—

(ক) প্রস্তুতি: ৫ (পাঁচ) কর্মদিবস;

(খ) অডিটকাল: ৭৫ (পঁচাত্তর) কার্যদিবস। (তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সরেজমিন পরিদর্শন);

(গ) অডিট প্রতিবেদন প্রস্তুতঃ ১০ (দশ) কার্যদিবস;

উপরে বর্ণিত হিসাব অনুসারে প্রতি মাসে একটি অডিট টীম সাধারণভাবে এক বা একাধিক কার্যকর অডিটকর্ম সম্পাদন করতে পারবে। তবে অডিটকর্মের ধরণ ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধি অডিট পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা করতে পারবেন। ক্ষেত্রমতে কমিশনার অথবা মহাপরিচালক অডিটধীন প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে উক্ত সময়সীমার পরিবর্তন করবেন।

অধ্যায়-৭:
অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (AEO)

৭.১ ভূমিকা :

বাণিজ্য উদারীকরণ ও পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুততর করার লক্ষ্যে WTO কর্তৃক প্রনীত TFA অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে উত্তম চর্চাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পণ্য চালান কায়িক পরীক্ষণ ব্যতিরেকে সরাসরি খালাস প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (AEO) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে আসছে। বৈধ বাণিজ্যকে যতদূর সম্ভব অবাধে চলার অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি রাজস্ব আয়ের সুরক্ষা ও পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য কাস্টমস-কন্ট্রোল পরিচালনা ও পরীক্ষা করারও প্রয়োজনীতা রয়েছে। অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (AEO) এর ক্ষেত্রে যেহেতু কোন ধরনের কায়িক পরীক্ষা ছাড়াই পণ্য চালান খালাস প্রদান করা হয় ও Self Assessment প্রক্রিয়ায় শুল্কায়ন হয়ে থাকে বিধায় AEO প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট করা জরুরী।

৭.২ অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটর (AEO) প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য সুবিধা

স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটর (AEO) প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারনত নিম্নরূপ সুবিধাদি প্রাপ্ত হন:

(১) কাস্টম হাউস বা স্টেশনের পরিবর্তে অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটরের (AEO) নিজস্ব আঙ্গিনায় (premise) কায়িক পরীক্ষণের (Physical Examination) সুযোগ;

(২) পণ্য সরাসরি খালাস বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাহাজীকরণের সুযোগ;

(৩) কাস্টমস কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ টীমের নিকট হইতে দ্রুত সেবা গ্রহণ;

(৪) পণ্যচালান বন্দরে আসিবার পূর্বেই বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলসহ শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্নকরণের সুযোগ;

(৫) প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে শুল্কায়ন সম্পন্ন;

(৬) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সহিত সকল যোগাযোগ ই-মেইল বা অন্যবিধ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে দ্রুত সম্পন্নের সুযোগ;

(৭) যে কোন কাস্টমস স্টেশনে সহজে প্রবেশ ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটর (AEO) কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিকে বিশেষ পরিচয়পত্র প্রদান;

(৮) স্বল্পতম সময়ে প্রত্যর্পণ প্রদানের ব্যবস্থা;

(৯) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) বা অন্য কোন মাধ্যমে চলমান মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটর (AEO) এর নাম ও ঠিকানা কাস্টমস ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

(১১) এছাড়াও সময়ে সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিধিমালা, এসআরও, রুলিং অনুসারে প্রাপ্য সুবিধাদি

৭.৩ AEO প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রমে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় বিষয়সমূহ

AEO প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সিস্টেম বেইজড অডিটের প্রতি গুরুত্ব দেয়া জরুরি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পিসিএ'র ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি অবলম্বনের পাশাপাশি যে সকল বিষয় অধিক গুরুত্ব সহকারে যাচাই করা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

(১) Large volume ও High price product এর HS Code এর সঠিকতা যাচাই;

(২) প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে Randomly পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ;

(৩) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবহৃত ডাটাবেজ, কম্পিউটার সিস্টেম, সফটওয়্যার এর সাপ্লাই চেইন মডিউল সহ অন্যান্য তথ্য যাচাই;

(৪) মোট আমদানিকৃত পণ্য হতে কী পরিমাণ ফিনিশড প্রোডাক্ট উৎপাদিত হয়েছে এবং কী পরিমাণ শুল্ক-করাদি পরিশোধিত হয়েছে, সে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

অধ্যায়-৮:
কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট পরবর্তী পদক্ষেপ

৮.১ কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট পরবর্তী পদক্ষেপ

পিসিএ এর মাধ্যমে কোন পণ্য চালানের ক্ষেত্রে শুল্ক-কর অপরিশোধিত বা কম পরিশোধিত কিংবা অন্যবিধ কোন অনিয়ম উদঘাটিত হলে বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৮.২ অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় ধাপসমূহ

অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় ধাপ সমূহ নিম্নরূপ;

ধাপ-১: অপরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে Section 83A অনুসারে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করতে হবে। [পরিশিষ্ট-৬ দ্রষ্টব্য]

ধাপ-২: কারন দর্শানো নোটিশ জারির পর দাবীযোগ্য বা আদায়যোগ্য শুল্ক-করাদি আদায়ের লক্ষ্যে Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে শুনানীর সুযোগ প্রদান করতে হবে। [পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য]

ধাপ-৩: সার্বিক পর্যালোচনায় কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির বিষয়টি প্রমাণিত হলে প্রদেয় শুল্ক-কর পরিশোধ করার জন্য আমদানিকারক বরাবর Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারি করতে হবে। [পরিশিষ্ট-৮ দ্রষ্টব্য]

অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় ধাপসমূহের ফ্লো চার্ট:

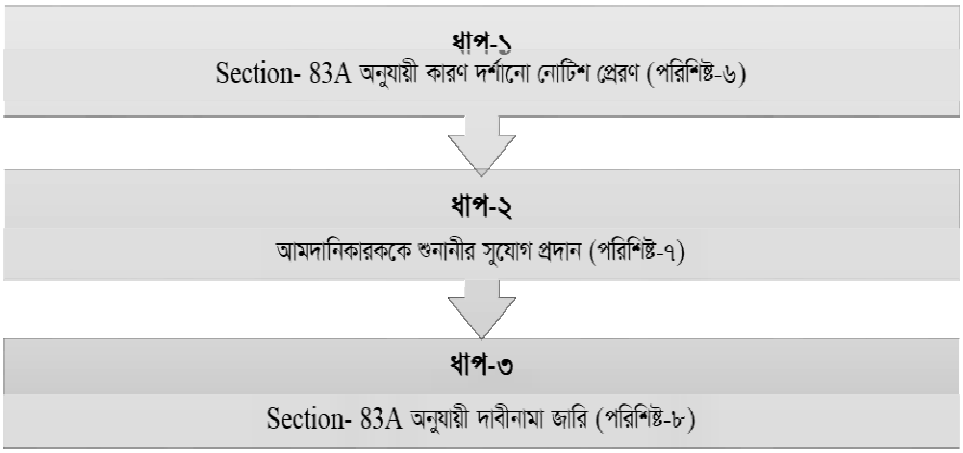

৮.৩ অসত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদিসহ জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে করনীয় ধাপসমূহ

অসত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায় সহ জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে করনীয় ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

ধাপ-১: চূড়ান্ত অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ সংগঠিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হলে অপরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে Section 32(2) অনুসারে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করতে হবে। [পরিশিষ্ট-১৬ দ্রষ্টব্য]

ধাপ-২: কারন দর্শানো নোটিশ জারির পর দাবীযোগ্য বা আদায়যোগ্য শুল্ক-করাদির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/রপ্তানিকারককে Section 32(4) অনুসারে শুনানীর সুযোগ প্রদান করতে হবে। [পরিশিষ্ট-১৭ দ্রষ্টব্য]

ধাপ-৩: সার্বিক পর্যালোচনায় কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির বিষয়টি প্রমাণিত হলে প্রদেয় শুল্ক-কর পরিশোধ করার জন্য আমদানিকারক বরাবর Section 32(4) অনুযায়ী দাবীনামা জারি করতে হবে। [পরিশিষ্ট-১৮ দ্রষ্টব্য]

ধাপ-৪: Customs Act, 1969 এর Section 32(1) বা অন্য কোন বিধান লংঘিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হলে একই আইনের Section-156(1) এর বিধান অনুযায়ী ন্যায় নির্ণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/রপ্তানিকারককে Section 180 অনুযায়ী কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করতে হবে।

ধাপ-৫: আমদানিকারক/রপ্তানিকারকের শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক [পরিশিষ্ট-২৬ দ্রষ্টব্য] Section-32(1) বা অন্য কোন বিধানে বর্ণিত অপরাধ প্রমাণিত হলে Section 156(1) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ন্যায় নির্ণয়ন [পরিশিষ্ট-২৭ দ্রষ্টব্য] করতে হবে। তবে ন্যায় নির্ণয়নের ক্ষেত্রে Judicious Mind প্রয়োগের মাধ্যমে Logical ও Rational আদেশ প্রদান করতে হবে।

অসত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায় সহ জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে করনীয় ধাপসমূহ ফ্লো-চার্ট

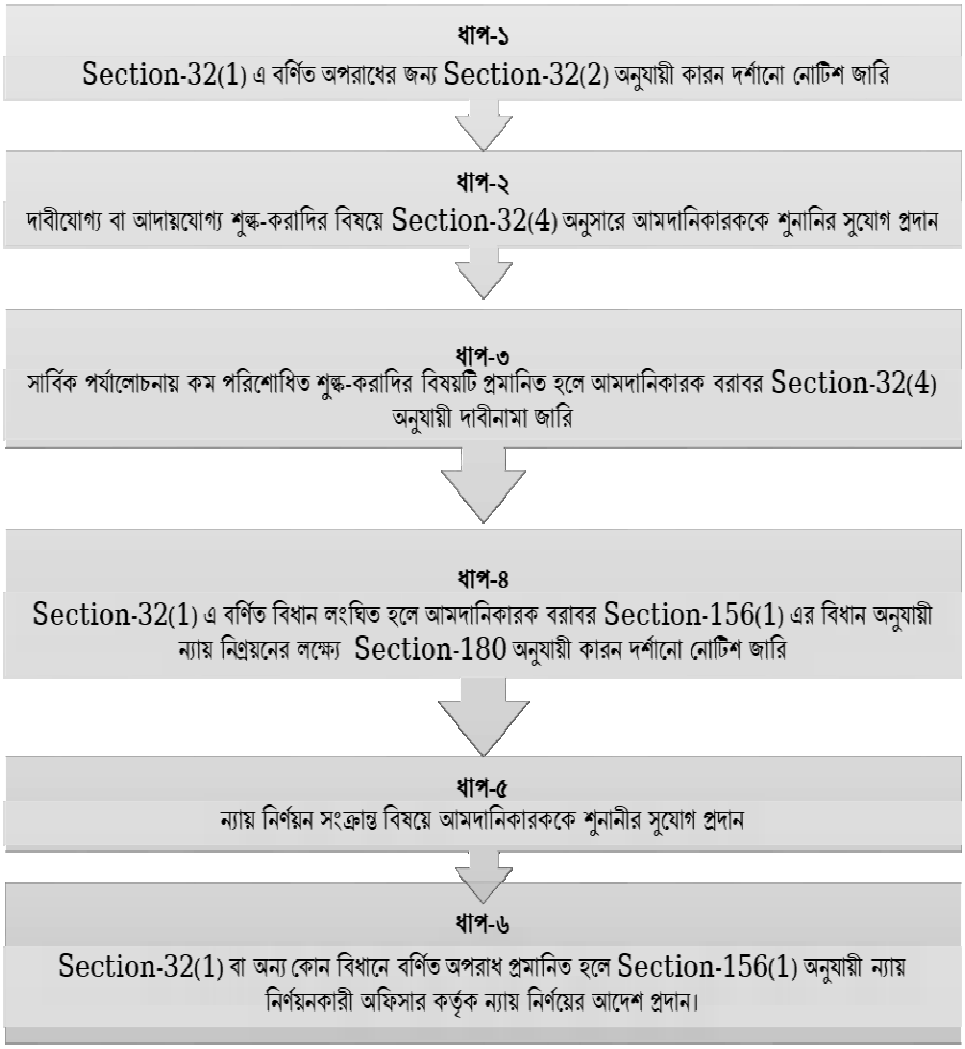

কেবল শুল্ক-ফাঁকি ব্যতীত কোন অনিয়ম বা অপরাধ উদঘাটিত হলে বিদ্যমান আইন অনুসারে কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। কোন অনিয়ম বা শুল্ক-করাদি ফাঁকি উদঘাটিত না হলে তা পিসিএ রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্তকরণ সহ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/রপ্তানিকারক কে অবহিত করতে হবে। যেক্ষেত্রে পিসিএ হতে অতিরিক্ত শুল্ক-করাদি পরিশোধের তথ্য উদঘাটিত হবে সেক্ষেত্রে রিফান্ড প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে।

অধ্যায়-৯:
পরিশিষ্টসমূহ

(১) অডিট পত্রের বিজ্ঞপ্তি ও অডিট প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্টসমূহ

(২) অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় ধাপসমূহের পরিশিষ্টসমূহ

(৩) অসত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদিসহ জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে করনীয় ধাপসমূহ

৯.১ অডিট পত্রের বিজ্ঞপ্তি ও অডিট প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্টসমূহ
(পরিশিষ্ট ১- পরিশিষ্ট ৫)

পরিশিষ্ট-১: অডিট পত্রের বিজ্ঞপ্তি (TRANSACTION BASE AUDIT)

কাস্টম হাউস, ---------।

বা

কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ অডিট কমিশনারেট, ...।

নথি নং ----------। তারিখঃ----------।

বিষয়ঃ Customs Act- 1969 এর Section 83(C) মোতাবেক অডিট এবং পরীক্ষণ করার জন্য নোটিশ প্রদান।

জনাব,

কমিশনার (কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নাম, ঠিকানা) কর্তৃক জারীকৃত পিসিএ আদেশ পত্র নং ....., তারিখ: ..... এর মাধ্যমে গঠিত পিসিএ দল ..... তারিখে আপনার প্রতিষ্ঠানের বি/ই ..... তারিখ:..... এর পিসিএ করবেন। নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র ও দলিলাদি পিসিএ দলের নিকট উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছিঃ

১. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ
(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (হেড অফিসের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরসহ)
(খ) ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ
(গ) স্থানীয় মূসক কার্যালয়/বিভাগ
(ঘ) ব্যবসায়ের ধরন (প্রাইভেট লি:/পাবলিক লি:/প্রোপ্রাইটরশিপ/অন্যান্য)
(ঙ) হালনাগাদ IRC
(চ) IRC এর ধরন (শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক আমদানিকারক/অন্যান্য)
(ছ) VAT Compliant সম্পর্কিত তথ্য
(জ) অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন
(ঝ) অন্যান্য
২. HS Code সম্পর্কিত তথ্য
(ক) বিল অব এন্ট্রি তে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, আমদানি দলিলাদিতে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, এলসি তে উল্লিখিত এইচ.এস কোডসমূহ সম্পর্কিত তথ্য
(খ) BCT অনুযায়ী ঘোষিত/শুল্কায়িত HS Code সম্পর্কিত তথ্য
(গ) এইচ.এস কোড বিষয়ে NBR এর এডভান্স রুলিং সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) এইচ.এস কোড বিষয়ে এসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) অন্যান্য

৩. মূল্য সম্পর্কিত তথ্য
(ক) যে দেশে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে, সেটি ঘোষিত কান্ট্রি অব অরিজিন থেকে ভিন্ন কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) পণ্য বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন পক্ষকে মূল্য পরিশোধ সম্পর্কিত তথ্য
(গ) ঘোষিত মূল্য ক্রয় আদেশ, বিক্রয় চুক্তি, ইনভয়েস ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও তার কোন সরবরাহকারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য
(ঙ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহনের খরচ পূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(চ) কাস্টমসের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা ফরম পূরণ করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ছ) ট্যারিফ মূল্যে কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(জ) ট্যারিফ ভ্যালূ অপেক্ষা ইনভয়েস মূল্য বেশি ছিল কি না, বেশি হলে ইনভয়েস মূল্যে শুল্কায়ন হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঝ) মিনিমাম মূল্য নির্ধারিত কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, মিনিমাম মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে কোন পণ্য শুল্কায়ন হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঞ)অন্যান্য
৪. এস.আর.ও/বিশেষ আদেশের মাধ্যমে গৃহীত রেয়াতী সুবিধা (CPC) সংক্রান্ত তথ্য
(ক) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ কোন এস.আর.ও/আদেশ রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে NBR কর্তৃক বিশেষ কোন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(গ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) গৃহীত সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর তালিকা
(ঙ) অন্যান্য
৫. আমদানি নীতি/বিধিমালা সম্পর্কিত তথ্য
(ক) আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য আমদানি করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানি নীতি আদেশ এর শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি হলে তার তালিকা * 1
(গ) আমদানি নীতি আদেশের শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) পুনঃআমদানি/পুনঃরপ্তানির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) অন্যান্য

* (তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)

৬. বিশেষজ্ঞ মতামত/রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(ক) কোন Expert Opinion/Technical Opinion এর বাধ্যবাধকতা থাকলে সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানিকৃত কোন পণ্য রাসায়নিক/অন্য কোন পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার প্রতিবেদন
(গ) অন্যান্য

নাম: .....

পদমর্যাদা: .....

প্রাপকঃ

পিসিএ দলনেতা, দল নং.....

প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক

টেলিফোন নম্বর: .....

নাম.....

ই-মেইল: .....

ঠিকানা.....

নিবন্ধন নম্বর: .....

তারিখ: .....

নোট: পিসিএ দলনেতা প্রয়োজনে আইন ও বিধির আলোকে অন্য যেকোন তথ্য/দলিলাদি উপস্থাপনের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করতে পারবেন।

পরিশিষ্ট-২: অডিট প্রতিবেদন (TRANSECTION BASED AUDIT)

অডিট প্রতিবেদনে যে সকল তথ্য সন্নিবেশিত হবে তার একটি প্রমিত তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ		
(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (হেড অফিসের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরসহ)		
(খ) ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ও তারিখঃ		
(গ) স্থানীয় মূসক কার্যালয়/বিভাগঃ		
(ঘ) ব্যবসায়ের ধরন (প্রাইভেট লি:/পাবলিক লি:/ প্রোপ্রাইটরশিপ/অন্যান্য)		
(ঙ) IRC হালনাগাদ কি নাঃ		
(চ) IRC এর ধরন (শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক আমদানিকারক/অন্যান্য)		
(ছ) VAT Compliant কি না		
(জ) অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন আছে কি না		
(ঝ) অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ (গত ২ বছর)		
(ঞ)অন্যান্য		
২. HS Code সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) বিল অব এন্ট্রি তে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, আমদানি দলিলাদিতে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, এলসি তে উল্লিখিত এইচ.এস কোডসমূহ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(খ) BCT ও WCO Explanatory Notes অনুযায়ী ঘোষিত/শুল্কায়িত HS Code সঠিক কি না;		
(গ) এইচ.এস কোড বিষয়ে NBR এর এডভান্স রুলিং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক পূর্ববর্তী কোনো রাসায়নিক প্রতিবেদন/ অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত থাকলে অডিট করার সময় তা আমলে নেয়া হয়েছে কি না;		
(ঙ) আমদানিকারকের ব্যবসার ধরনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন এইচ.এস.কোড এর পণ্যগুলো আমদানি করা হয়েছে কি না;		
(চ) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস করণের ক্ষেত্রে আমদানি দলিলাদিতে পণ্যের বর্ণনা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ছ) পণ্যের এইচ.এস.কোড যাচাইকালে যদি উচ্চ শুল্কহারের সমজাতীয় পণ্য থাকে , সেক্ষেত্রে আমদানিকারক নিম্ন বা শুণ্য শুল্কহারের এইচ.এস.কোড ব্যবহার করেছে কিনা; নিষিদ্ধ পণ্যের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না;		

(জ) যে সকল পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসকরণের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন পণ্যের বর্ণনার সাথে এইচ.এস. কোডের মিল রয়েছে কি না;		
(ঝ) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে পণ্যের নমুনা, পণ্যের ছবি বা বৈজ্ঞানিক বর্ণনা বা রাসায়নিক নাম যাচাই করা হয়েছে কি না;		
৩. মূল্য সম্পর্কিত তথ্য		
১. পণ্যের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য বা প্রদত্ত মূল্য সঠিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কি না;		
২. বি/ই তে ঘোষিত মূল্যের সাথে উৎস দলিলাদিতে (এলসি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, রেমিট্যান্স এপ্লিকেশন এবং ডেভিট/ক্রেডিট উল্লেখিত মূল্যের মিল আছে কিনা;		
৩. চালানের বিপরীতে পণ্য ছাড়ের শর্তাবলী প্রতিপালিত হয়েছে কি না;		
৪. কীভাবে পণ্যের মূল্য পরিশোধিত হয়েছে-পণ্য ছাড়ের সময় মূল্য পরিশোধ, অগ্রিম পরিশোধ অথবা কিস্তিতে পরিশোধ;		
৫. একই প্রকৃতির কয়েকটি পণ্য চালান যখন একটি ইনভয়েসের বিপরীতে আমদানি হয় তাদের ইউনিট প্রাইস এবং শুল্কহার একই কি না;		
৬. পণ্যের মূল্য তালিকা গ্রহণযোগ্য কি না;		
৭. বি/ই তে ঘোষিত মুদ্রার সাথের সংশ্লিষ্ট দলিলাদিতে উল্লেখিত মুদ্রার মিল আছে কি না;		
৮. বি/ই তে ঘোষিত ফ্রেইট চার্জ এবং ফ্রেইট দলিলাদির সাথে ইনভয়েস, বি/এল ও এয়ারওয়ে বিল যথার্থ আছে কি না;		
৯. পণ্য আমদানির বিপরীতে কোন বিমা নীতি আছে কি না;;		
১০. Exchange Rate যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না;		
১১. বি/ই তে ঘোষিত কাস্টম ভ্যালুর সাথে কোম্পানির একাউন্ট বইয়ে এন্ট্রিকৃত ভ্যালু, ERP/SAP/অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সফটওয়্যার হতে Procurement Module এর সাথে মিল রয়েছে কি না;		
১২. প্রো-ফরমা ইনভয়েসের ঘোষিত মূল্যের সাথে কমার্শিয়াল ইনভয়েসে ঘোষিত মূল্যের মিল আছে কি না		
১৩. কাস্টম ডাটাবেস ভ্যালুর সাথে পণ্যের ঘোষিত মূল্যের মিল রয়েছে কি না;		
১৪. পণ্যের ঘোষিত মূল্যের সাথে পণ্যের বর্ণনা এবং পরিষেবা (পরিবহন, রয়্যালটি ও অন্যান্য) মিল আছে কিনা;		

১৫. আমদনিকৃত পণ্য চালানের বিপরীতে ওভার ইনভয়েসিং বা আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে মানি লন্ডারিং হয়েছে কি না;		
১৬. আমদানিকৃত পণ্যের সাথে বিনামূল্যে বা কম খরচে তৈরি কোন সেবা/পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা;		
১৭. আমাদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে চালান এবং পণ্য সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলো মিল রয়েছে কি না;		
১৮. পণ্য বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন পক্ষকে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে কি না (সম্ভব হলে, স্টক পরীক্ষা সহ বাক্স, প্যাকিং, মোড়ক এবং পণ্যগুলোতে ঘোষিত উৎস এবং বারকোডগুলো যাচাই করতে হবে);		
১৯. ঘোষিত মূল্য ক্রয় আদেশ, বিক্রয় চুক্তি, ইনভয়েস ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত কি না (ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং মূল্য পরিশোধের রিসিপ্ট পরীক্ষা করা যেতে পারে);		
২০. আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও তার কোন সরবরাহকারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না		
২১. CIF ভ্যালু সিস্টেম ব্যবহৃত হলে, পণ্য পরিবহন এবং বিমা খরচ সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না;		
২২. ইনভয়েস এবং পণ্য পরিবহন চুক্তির ক্ষেত্রে (INCOTERMS) ডেলিভারি শর্তাবলী ঘোষিত পরিবহন চার্জের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;		
২৩. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহনের খরচ পূর্বেই পরিশোধ করেন কি না;		
২৪. FOB ভ্যালু সিস্টেম ব্যবহৃত হলে প্রযোজ্য সকল চার্জ/ফি সংযোজনপূর্বক শুল্ক করাদি পরিশোধ করা হয়েছে কি না;		
২৫. কমিশন সঠিকভাবে ঘোষিত এবং হিসাব করা হয়েছে কি না;		
২৬. কাস্টমসের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা ফরম পূরণ করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে এটি আমদানিকারকের দলিলাদি দ্বারা সমর্থিত কি না;		
২৭. শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা অনুসরণপূর্বক শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারিত হয়েছে কি না;		
২৮. পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক বেশি হলে তা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
২৯. আমদানিকৃত পণ্য একই সময়ের/প্রায় একই সময়ের Identical/Similar Good এর মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;		
৩০. ট্যারিফ মূল্যে কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না;		
৩১. ট্যারিফ ভ্যালূ অপেক্ষা ইনভয়েস মূল্য বেশি ছিল কি না, বেশি হলে ইনভয়েস মূল্যে শুল্কায়ন হয়েছে কি না;		
৩২. মিনিমাম মূল্য নির্ধারিত কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, মিনিমাম মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে কোন পণ্য শুল্কায়ন হয়েছে কি না;		

৪. এস.আর.ও/বিশেষ আদেশের মাধ্যমে গৃহীত রেয়াতী সুবিধা (CPC) সংক্রান্ত তথ্য		
(ক) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ কোন এস.আর.ও/আদেশ রয়েছে কি নাঃ		
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে NBR কর্তৃক বিশেষ কোন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কি নাঃ		
(গ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঘ) গৃহীত রেয়াতী সুবিধা/সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর শর্তসমূহ প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঙ) গৃহীত সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর তালিকাঃ		
(চ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত উপকরণ আমদানিকারকের উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণার (মূসক- ৪.৩) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি নাঃ		
(ছ) অন্যান্যঃ		
৫. আমদানি নীতি/বিধিমালা সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য আমদানি করা হয়েছে কি নাঃ		
(খ) আমদানি নীতি আদেশ এর শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার তালিকা		
(গ) আমদানি নীতি আদেশের শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঘ) পুনঃআমদানি/পুনঃরপ্তানির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঙ) অন্যান্যঃ		
৬. বিশেষজ্ঞ মতামত/রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
(ক) কোন Expert Opinion/Technical Opinion এর বাধ্যবাধকতা থাকলে তা প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(খ) আমদানিকৃত কোন পণ্য রাসায়নিক/অন্য কোন পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে কি নাঃ		
(গ) অন্যান্যঃ		
৭. বর্তমান অডিট সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) অডিট আদেশ নং ও তারিখঃ		
(খ) অডিট মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ ও মূল্যঃ		
(গ) প্রাপ্ত HS Code সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ঘ) প্রাপ্ত মূল্য সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ঙ) প্রাপ্ত CPC সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		

(চ) অন্যান্য অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ছ) অন্যান্য বিশেষ পরীক্ষা/নিবিড় পরীক্ষা বা তদন্তের বর্ণনা ও ফলাফলঃ		
(জ) প্রাপ্ত অনিয়ম/শুল্ক ফাঁকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালার ধারা ও বিধির উল্লেখঃ		
(ঝ) মোট অপরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণঃ		
(ঞ)সুপারিশ সমূহঃ		
(ট) অন্যান্যঃ		

Note: B/E বা অন্যান্য দলিলাদির সংখ্যা অনেক বেশি হলে Risk Management এর আওতায় Randomly যাচাই পূর্বক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

পরিশিষ্ট-৩: অডিট পত্রের বিজ্ঞপ্তি (SYSTEM BASED AUDIT)

কাস্টম হাউস, ---------।

বা

কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ অডিট কমিশনারেট, ...।

নথি নং ---------- তারিখঃ----------।

বিষয়ঃ Customs Act- 1969 এর Section 83(C) মোতাবেক অডিট এবং পরীক্ষণ করার জন্য নোটিশ প্রদান।

জনাব,

কমিশনার (কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নাম, ঠিকানা) কর্তৃক জারীকৃত পিসিএ আদেশ পত্র নং ....., তারিখ: ..... এর মাধ্যমে গঠিত পিসিএ দল ..... তারিখে আপনার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন এবং ..... তারিখ হতে ..... তারিখ পর্যন্ত মেয়াদের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের পিসিএ কার্য পরিচালনা করবেন। নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত পিসিএ দলের দলনেতা হিসেবে আপনার প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র ও দলিলাদি পিসিএ দলের নিকট উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছিঃ

১. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ
(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (হেড অফিসের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরসহ)
(খ) ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ
(গ) স্থানীয় মূসক কার্যালয়/বিভাগ
(ঘ) ব্যবসায়ের ধরন (প্রাইভেট লি:/পাবলিক লি:/প্রোপ্রাইটরশিপ/অন্যান্য)
(ঙ) হালনাগাদ IRC
(চ) IRC এর ধরন (শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক আমদানিকারক/অন্যান্য)
(ছ) VAT Compliant সম্পর্কিত তথ্য
(জ) অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন
(ঝ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত নিজস্ব Software (যেমন: ERP/SAP ইত্যাদি) আছে কি না ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি;
(ঞ)অন্যান্য
২. Surveillance/ Lock সংক্রান্ত তথ্য
(ক) BIN Surveillance এ আছে কি না, থাকলে কোন দপ্তর কর্তৃক এবং কি কারণে Surveillance এ আছে তার বর্ণনা
(খ) ইতিপূর্বে BIN Surveillance এ ছিলো কি না, থাকলে কতবার ছিলো এবং কি কারণে ছিল তার বর্ণনা

(গ) BIN Lock আছে কি না বা পূর্বে ছিল কি না এবং BIN Lock এর কারণ
(ঘ) BIN এর বিপরীতে Fine Penalty এর পরিমাণ
(ঙ) অন্যান্য
৩. পণ্য/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য
(ক) উৎপাদিত পণ্য/সেবার নাম ও বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা পাতা যুক্ত করা যেতে পারে)
(খ) পণ্য/সেবার একক
(গ) একক পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য (যদি নির্ধারিত থাকে)
(ঘ) খালাস হয়নি এরকম পণ্য নিলামে লটভুক্ত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) খালাস হয়নি এরকম পণ্য নিলামে বিক্রয় হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(চ) ৩০ কার্যদিবস অতিবাহিত হলেও পণ্য খালাস গ্রহণ করা হয় নি এরূপ বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা *
(ছ) আমদানিকৃত পণ্যসমূহ আমদানিকারকের ব্যবসার ধরনের সাথে সামঞ্জস্যতা সম্পর্কিত তথ্য
(জ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোন শ্রেণির পণ্য আমদানি/রপ্তানি করে (যেমন, খাদ্য/রাসায়নিক/ টেক্সটাইল/যন্ত্র/ইত্যাদি বা যন্ত্রাংশ/ আনএসেম্বলড/আনফিনিশড/ ফিনিশড পণ্য) তার বর্ণনা
(ঝ) পণ্য কোন দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঞ)অন্যান্য
৪. আমদানি দলিলাদি/বিল অব এন্ট্রি যাচাই সংক্রান্ত তথ্য (অডিট মেয়াদকালীন সময়ে)
(ক) মোট বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *1
(খ) স্বাভাবিকভাবে শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *
(গ) সাময়িক শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *
(ঘ) চূড়ান্ত শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *
(ঙ) চূড়ান্ত শুল্কায়ন হয়নি এরূপ বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *
(চ) রেয়াতী সুবিধা গ্রহণকৃত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *
(ছ) অন্যান্য
৫. HS Code সম্পর্কিত তথ্য
(ক) শূন্য ডিউটি হার বিশিষ্ট পণ্য/HS কোড সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য চুক্তির অধীনে প্রিফারেনশিয়াল রেট অব ডিউটি বা ডিউটি ফ্রি পণ্য/HS কোড সম্পর্কিত তথ্য
(গ) অন্যান্য

* (তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)

৬. মূল্য সম্পর্কিত তথ্য
(ক) যে দেশে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে, সেটি ঘোষিত কান্ট্রি অব অরিজিন থেকে ভিন্ন কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) পণ্য বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন পক্ষকে মূল্য পরিশোধ সম্পর্কিত তথ্য
(গ) ঘোষিত মূল্য ক্রয় আদেশ, বিক্রয় চুক্তি, ইনভয়েস ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও তার কোন সরবরাহকারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য
(ঙ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহনের খরচ পূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(চ) কাস্টমসের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা ফরম পূরণ করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ছ) ট্যারিফ মূল্যে কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(জ) ট্যারিফ ভ্যালু অপেক্ষা ইনভয়েস মূল্য বেশি ছিল কি না, বেশি হলে ইনভয়েস মূল্যে শুল্কায়ন হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঝ) মিনিমাম মূল্য নির্ধারিত কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, মিনিমাম মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে কোন পণ্য শুল্কায়ন হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঞ) অন্যান্য
৭. এস.আর.ও/বিশেষ আদেশের মাধ্যমে গৃহীত রেয়াতী সুবিধা (CPC) সংক্রান্ত তথ্য
(ক) অডিট মেয়াদে গৃহীত রেয়াতী সুবিধার পরিমাণ
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ কোন এস.আর.ও/আদেশ রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(গ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে NBR কর্তৃক বিশেষ কোন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) গৃহীত সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর তালিকা
(চ) অন্যান্য
৮. ERP(Enterprise Resource Planning)/SAP/অন্যান্য Software সম্পর্কিত তথ্য
(ক) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে অডিট করার ক্ষেত্রে উক্ত Software এ সংরক্ষিত ক্রয়, বিক্রয়, মজুদ, সরবরাহ, Trial Balance ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি
(খ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Financial Accounting Module হতে General Ledger, Payables, Receivables, Collections, Cash Management ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য

(গ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Financial Accounting Module হতে Costing, Cost Management ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর manufacturing Module হতে Bill of Materials, Work Orders, Capacity, Manufacturing Process, Manufacturing Flow ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Supply Chain Management Module হতে Purchasing, Inventory, Warehousing (receiving, put away, picking and packing) ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(চ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Order Processing Module হতে Order Entry, Pricing, Inventory, Sales Analysis and Reporting ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(ছ) অন্যান্য
৯. আমদানি নীতি/বিধিমালা সম্পর্কিত তথ্য
(ক) আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য আমদানি করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানি নীতি আদেশ এর শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি হলে তার তালিকা * 1
(গ) আমদানি নীতি আদেশের শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) পুনঃআমদানি/পুনঃরপ্তানির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) অন্যান্য
১০. বিশেষজ্ঞ মতামত/রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(ক) কোন Expert Opinion/Technical Opinion এর বাধ্যবাধকতা থাকলে সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানিকৃত কোন পণ্য রাসায়নিক/অন্য কোন পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার প্রতিবেদন
(গ) অন্যান্য
১১. অনিষ্পন্ন/প্রক্রিয়াধীন বিষয়াবলী সম্পর্কিত তথ্য
(ক) রিফান্ড আবেদন অনিষ্পন্ন রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য

* (তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)

(খ) রিফান্ড গৃহীত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(গ) দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি এর সংখ্যা
(ঘ) অনিষ্পন্ন ব্যাংক গ্যারান্টি এর সংখ্যা
(ঙ) ব্যাংক গ্যারান্টি অনিষ্পন্নের কারণ
(চ) Noted but Not Assessed এ ধরনের কোন বিল অব এন্ট্রি অনিষ্পন্ন রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ছ) Assesed but Not Paid এ ধরনের কোন বিল অব এন্ট্রি অনিষ্পন্ন রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(জ) অন্যান্য
১২. সিএন্ড এফ এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য
(ক) সিএন্ডএফ এজেন্টের ধরন (Self C&F কি না) সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানি সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট এর তালিকা
(গ) অন্যান্য
১৩. মামলা সম্পর্কিত তথ্য
(ক) কাস্টম হাউস/স্টেশনে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *
(খ) কমিশনার (আপীল) এর নিকট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *
(গ) ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *
(ঘ) হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *
(ঙ) আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *
(চ) অন্যান্য
১৪. নিরঙ্কুশ বকেয়ার তথ্য
(ক) নিরঙ্কুশ কোন বকেয়া রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) নিরঙ্কুশ বকেয়ার পরিমাণ
(গ) নিরঙ্কুশ বকেয়া আদায়ে গৃহীত কার্যক্রম
(ঘ) অন্যান্য
১৫. পূর্ববর্তী অডিট সম্পর্কিত তথ্য
(ক) অডিট এর মেয়াদকাল
(খ) অডিট মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ ও মূল্য
(গ) প্রাপ্ত HS Code সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা
(ঘ) প্রাপ্ত মূল্য সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা

(ঙ) প্রাপ্ত CPC সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা
(চ) অন্যান্য অনিয়মের বর্ণনা
(ছ) অডিট এর সুপারিশ ও পরিপালন সংক্রান্ত তথ্য
(জ) অন্যান্য

নাম: .....

পদমর্যাদা: .....

পিসিএ দলনেতা, দল নং.....

টেলিফোন নম্বর: .....

ই-মেইল: .....

প্রাপকঃ

প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নাম.....

ঠিকানা.....

নিবন্ধন নম্বর: .....

তারিখ: .....

নোট: পিসিএ দলনেতা প্রয়োজনে আইন ও বিধির আলোকে অন্য যেকোন তথ্য/দলিলাদি উপস্থাপনের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করতে পারবেন।

পরিশিষ্ট-৪: অডিট প্রতিবেদন (SYSTEM BASED AUDIT)

অডিট প্রতিবেদনে যে সকল তথ্য সন্নিবেশিত হবে তার একটি প্রমিত তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ		
(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (হেড অফিসের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরসহ)		
(খ) ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ		
(গ) স্থানীয় মূসক কার্যালয়/বিভাগ		
(ঘ) TIN নাম্বার		
(ঙ) ব্যবসায়ের ধরন (প্রাইভেট লি:/পাবলিক লি:/প্রোপ্রাইটরশিপ/অন্যান্য)		
(চ) IRC হালনাগাদ কি না		
(ছ) IRC এর ধরন (শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক আমদানিকারক/অন্যান্য)		
(জ) VAT Compliant কি না		
(ঝ) বন্ড লাইসেন্সধারী (IM-7) প্রতিষ্ঠান কি নাঃ		
(ঞ)অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন আছে কি না		
(ট) Authorized Economic Operator ভুক্ত প্রতিষ্ঠান কি না		
(ঠ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত নিজস্ব Software (যেমন: ERP/SAP ইত্যাদি) আছে কি না		
(ড) অন্যান্য		
২. বন্ডেড প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
(ক) বন্ড লাইসেন্স হালনাগাদ কি নাঃ		
(খ) আমদানিকৃত পণ্যের HS Code বন্ড লাইসেন্স এর অন্তর্ভুক্ত কি নাঃ		
(গ) আমদানিকৃত পণ্যের বর্ণনা বন্ড লাইসেন্স এর অন্তর্ভুক্ত কি নাঃ		
(ঘ) এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটির সাথে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কি নাঃ		
(ঙ) বন্ড লাইসেন্স/UP/UD অনুযায়ী প্রাপ্যতা যথাযথ কি নাঃ		
(চ) আমদানি সংক্রান্ত দলিলের সাথে ইউডিতে পণ্যের বর্ণনা এবং এইচএস কোড মিল রয়েছে কি না		
(ছ) ইউডির প্রাপ্যতা বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ এর ওয়েবসাইট হতে অনলাইনে যাচাই করা হয়েছে কি না		
(জ) মূল ইউডির সাথে সংশোধিত ইউডির যা পরিবর্তন হয়েছে তা যাচাই করা হয়েছে কিনা		
(ঝ) ইউডি সংশোধন করে প্রাপ্যতা এনে পণ্য খালাস করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে কি না		

(ঞ) এফওসির ভিত্তিতে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত কাঁচামাল দ্বারা তৈরি পণ্য রপ্তানির পর বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে কিনা		
(ট) অন্যান্য		
৩. Surveillance/ Lock সংক্রান্ত তথ্য		
(ক) BIN Surveillance এ আছে কি না, থাকলে কোন দপ্তর কর্তৃক এবং কি কারণে Surveillance এ আছে?		
(খ) ইতিপূর্বে BIN Surveillance এ ছিলো কি না, থাকলে কতবার ছিলো এবং কি কারণে ছিল তার বর্ণনাঃ		
(গ) BIN Lock আছে কি না বা পূর্বে ছিল কি না এবং BIN Lock এর কারণঃ		
(ঘ) BIN এর বিপরীতে Fine Penalty এর পরিমাণঃ		
(ঙ) অন্যান্য		
৪. পণ্য/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) উৎপাদিত পণ্য/সেবার নাম ও বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা পাতা যুক্ত করা যেতে পারে)		
(খ) পণ্য/সেবার একক		
(গ) একক পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য (যদি নির্ধারিত থাকে)		
(ঘ) খালাস হয়নি এরকম পণ্য নিলামে লটভুক্ত হয়েছে কি না		
(ঙ) খালাস হয়নি এরকম পণ্য নিলামে বিক্রয় হয়েছে কি না		
(চ) ৩০ কার্যদিবস অতিবাহিত হলেও পণ্য খালাস গ্রহণ করা হয় নি এরূপ বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা *		
(ছ) আমদানিকৃত পণ্যসমূহ আমদানিকারকের ব্যবসার ধরনের সাথে সামঞ্জস্য কি নাঃ		
(জ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোন শ্রেণির পণ্য আমদানি/রপ্তানি করে (যেমন, খাদ্য/রাসায়নিক/টেক্সটাইল/যন্ত্র/ইত্যাদি বা যন্ত্রাংশ/ আনএসেম্বলড/ আনফিনিশড/ ফিনিশড পণ্য) তার বর্ণনাঃ		
(ঝ) একই পণ্য বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয় কি নাঃ		
(ঞ)অন্যান্য		
৫. আমদানি দলিলাদি/বিল অব এন্ট্রি যাচাই সংক্রান্ত তথ্য (অডিট মেয়াদকালীন সময়ে)		
(ক) মোট বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(খ) স্বাভাবিকভাবে শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(গ) সাময়িক শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(ঘ) চূড়ান্ত শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		

(ঙ) চূড়ান্ত শুল্কায়ন হয়নি এরূপ বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(চ) রেয়াতী সুবিধা গ্রহণকৃত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(ছ) আইজিএম দাখিল করা হয়েছে কিন্তু বি/ই দাখিল করা হয়নি এরূপ পণ্যচালানের তথ্য		
(জ) অন্যান্য		
৬. HS Code সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শূন্য ডিউটি হার বিশিষ্ট পণ্য/HS কোড ব্যবহার করেন কি না		
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য চুক্তির অধীনে প্রিফারেনশিয়াল রেট অব ডিউটি বা ডিউটি ফ্রি পণ্য/HS কোড ব্যবহার করেন কি না;		
(গ) বিল অব এন্ট্রি তে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, আমদানি দলিলাদিতে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, এলসি তে উল্লিখিত এইচ.এস কোডসমূহ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) BCT ও WCO Explanatory Notes অনুযায়ী ঘোষিত/শুল্কায়িত HS Code সঠিক কি না;		
(ঙ) এইচ.এস কোড বিষয়ে NBR এর এডভান্স রুলিং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না;		
(চ) প্রতিষ্ঠানের আমদানি তথ্যের মধ্যে যে পণ্যটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমদানি করেছে কিংবা উচ্চ মূল্যের ঘোষণায় যে সব পণ্য আমদানি করেছে তা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ছ) প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গন পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত পণ্যের তালিকা নেয়া হয়েছে কি না (তালিকাটা হবে কাস্টমস শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী);		
(জ) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক পূর্ববর্তী কোনো রাসায়নিক প্রতিবেদন/অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত থাকলে অডিট করার সময় তা আমলে নেয়া হয়েছে কি না;		
(ঝ) আমদানিকারকের ব্যবসার ধরনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন এইচ.এস.কোড এর পণ্যগুলো আমদানি করা হয়েছে কি না;		
(ঞ)পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস করনের ক্ষেত্রে আমদানি দলিলাদিতে পণ্যের বর্ণনা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ট) পণ্যের এইচ.এস.কোড যাচাইকালে যদি উচ্চ শুল্কহারের সমজাতীয় পণ্য থাকে , সেক্ষেত্রে আমদানিকারক নিম্ন বা শূণ্য শুল্কহারের এইচ.এস.কোড ব্যবহার করেছে কিনা; নিষিদ্ধ পণ্যের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না;		
(ঠ) যে সকল পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসকরণের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন পণ্যের বর্ণনার সাথে এইচ.এস.কোডের মিল রয়েছে কি না;		

(ড) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে পণ্যের নমুনা, পণ্যের ছবি বা বৈজ্ঞানিক বর্ণনা বা রাসায়নিক নাম যাচাই করা হয়েছে কি না;		
৭. মূল্য সম্পর্কিত তথ্য		
১. পণ্যের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য বা প্রদত্ত মূল্য সঠিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কি না;		
২. বি/ইতে ঘোষিত মূল্যের সাথে উৎস দলিলাদিতে (এলসি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, রেমিট্যান্স এপ্লিকেশন এবং ডেভিট/ক্রেডিট উল্লিখিত মূল্যের মিল আছে কিনা;		
৩. চালানের বিপরীতে পণ্য ছাড়ের শর্তাবলী প্রতিপালিত হয়েছে কি না;		
৪. কীভাবে পণ্যের মূল্য পরিশোধিত হয়েছে-পণ্য ছাড়ের সময় মূল্য পরিশোধ, অগ্রিম পরিশোধ অথবা কিস্তিতে পরিশোধ;		
৫. একই প্রকৃতির কয়েকটি পণ্য চালান যখন একটি ইনভয়েসের বিপরীতে আমদানি হয় তাদের ইউনিট প্রাইস এবং শুল্কহার একই কি না;		
৬. পণ্যের মূল্য তালিকা গ্রহণযোগ্য কি না;		
৭. বি/ই তে ঘোষিত মুদ্রার সাথের সংশ্লিষ্ট দলিলাদিতে উল্লেখিত মুদ্রার মিল আছে কি না;		
৮. বি/ই তে ঘোষিত ফ্রেইট চার্জ এবং ফ্রেইট দলিলাদির সাথে ইনভয়েস, বি/এল ও এয়ারওয়ে বিল যথার্থ আছে কি না;		
৯. পণ্য আমদানির বিপরীতে কোন বীমা নীতি আছে কি না;;		
১০. Exchange Rate যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না;		
১১. বি/ই তে ঘোষিত কাস্টম ভ্যালুর সাথে কোম্পানির একাউন্ট বইয়ে এন্ট্রিকৃত ভ্যালু, ERP/SAP/অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সফটওয়্যার হতে Procurement Module এর সাথে মিল রয়েছে কি না;		
১২. আমদানিকৃত পণ্যের সকল তথ্য সঠিকভাবে কোম্পানির একাউন্টগুলোতে এন্ট্রি করা হয়েছে কি না;		
১৩. প্রো-ফরমা ইনভয়েসের ঘোষিত মূল্যের সাথে কমার্শিয়াল ইনভয়েসে ঘোষিত মূল্যের মিল আছে কি না		
১৪. কাস্টম ডাটাবেস ভ্যালুর সাথে পণ্যের ঘোষিত মূল্যের মিল রয়েছে কি না;		
১৫. বিভিন্ন বি/ই কে পারস্পরিকভাবে তুলনা করার মাধ্যমে একই পণ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে কি না;		
১৬. পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সরবরাহকারী সবসময় একই নাম্বারেরর চালান ব্যবহার করেছে কি না;		
১৭. কোম্পানির লেনদেনের তথ্য অ্যাকাউন্টের সাথে মিল রয়েছে কি না;		
১৮. পণ্যের ঘোষিত মূল্যের সাথে পণ্যের বর্ণনা এবং পরিষেবা (পরিবহন, রয়্যালটি ও অন্যান্য) মিল আছে কিনা;		

১৯. আমদানিকৃত পণ্য চালানের বিপরীতে ওভার ইনভয়েসিং বা আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে মানি লন্ডারিং হয়েছে কি না;		
২০. কোন প্রতিষ্ঠানকে রয়্যালিটি প্রদানের পূর্ব-শর্তগুলো (কোম্পানির অ্যাকাউন্ট চেক করা, বিদেশে কোম্পানির লেনদেন) যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি না;		
২১. আমদানিকৃত পণ্যের সাথে বিনামূল্যে বা কম খরচে তৈরি কোন সেবা/পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা;		
২২. আমাদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে চালান এবং পণ্য সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলো মিল রয়েছে কি না;		
২৩. পণ্য বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন পক্ষকে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে কি না (সম্ভব হলে, স্টক পরীক্ষা সহ বাক্স, প্যাকিং, মোড়ক এবং পণ্যগুলোতে ঘোষিত উৎস এবং বারকোডগুলো যাচাই করতে হবে);		
২৪. ঘোষিত মূল্য ক্রয় আদেশ, বিক্রয় চুক্তি, ইনভয়েস ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত কি না (ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং মূল্য পরিশোধের রিসিপ্ট পরীক্ষা করা যেতে পারে);		
২৫. আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও তার কোন সরবরাহকারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না		
২৬. CIF ভ্যালু সিস্টেম ব্যবহৃত হলে, পণ্য পরিবহন এবং বীমা খরচ সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না;		
২৭. ইনভয়েস এবং পণ্য পরিবহন চুক্তির ক্ষেত্রে (INCOTERMS) ডেলিভারি শর্তাবলী ঘোষিত পরিবহন চার্জের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;		
২৮. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহনের খরচ পূর্বেই পরিশোধ করেন কি না;		
২৯. FOB ভ্যালু সিস্টেম ব্যবহৃত হলে প্রযোজ্য সকল চার্জ/ফি সংযোজনপূর্বক শুল্ক করাদি পরিশোধ করা হয়েছে কি না;		
৩০. কমিশন সঠিকভাবে ঘোষিত এবং হিসাব করা হয়েছে কি না;		
৩১. কাস্টমসের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা ফরম পূরণ করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে এটি আমদানিকারকের দলিলাদি দ্বারা সমর্থিত কি না;		
৩২. তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে পণ্যের বিক্রয়মূল্যের তুলনায় কাস্টমসে ঘোষিত মূল্য অনেক কম কি না (এটি চূড়ান্ত নির্ণায়ক না হলেও পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক লভ্যাংশ আমদানি মূল্যের প্রদর্শনে আন্ডার ঘোষণা বা ঘাটতি নির্দেশ করে)		
৩৩. শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা অনুসরণপূর্বক শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারিত হয়েছে কি না;		
৩৪. পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক বেশি হলে তা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
৩৫. আমদানিকৃত পণ্য একই সময়ের/প্রায় একই সময়ের Identical/Similar Good এর মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;		

৩৬. ট্যারিফ মূল্যে কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না;		
৩৭. ট্যারিফ ভ্যালু অপেক্ষা ইনভয়েস মূল্য বেশি ছিল কি না, বেশি হলে ইনভয়েস মূল্যে শুল্কায়ন হয়েছে কি না;		
৩৮. মিনিমাম মূল্য নির্ধারিত কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, মিনিমাম মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে কোন পণ্য শুল্কায়ন হয়েছে কি না;		
৮. **External Source থেকে প্রাপ্ত ডেটা এবং তথ্য**		
(ক) WCO Customs Enforcement Network (CEN) এবং Regional Intelligence Liaison Offices (RILOs) ও অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক কাস্টমস-টু-কাস্টমস তথ্য বিনিময়ের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে কি না;		
(খ) WTO দ্বারা ট্যারিফ বিশ্লেষণ করে পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন এবং পণ্যের আমদানি মূল্য জানা হয়েছে কি না;		
(গ) Commodity Market এর ডেটা থেকে তেল, গ্যাস, কৃষি পণ্য, chemical, metal, সার এবং অন্যান্য কাঁচামালের বিবরণ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) London Metal Exchange (LME) হতে মেটালের মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঙ) PLATTS হতে Energy, Petro Chemical, Metal এবং কৃষি মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(চ) ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) হতে International Petro Chemical Energy, Data এবং সার বাজারের মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ছ) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) হতে প্রাথমিক পণ্যের মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(জ) Lloyd এর তালিকা হতে Intelligence, কন্টেইনারের ট্রান্সশিপমেন্টসহ লোডিং থেকে ডিসচার্জ পর্যন্ত তথ্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঝ) UN International Trade Statistics Database হতে পণ্যের উৎপত্তি এবং মূল্য তথ্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঞ)ডেটা শেয়ারিং প্লাটফর্ম, ডেটা অ্যানালিটিক্স, সেবা প্রদানকারী উৎস এবং উন্মুক্ত ইন্টারনেট সেবা হতে পণ্যের বিস্তারিত যাচাই করা হয়েছে কি না;		
৯. এস.আর.ও/বিশেষ আদেশের মাধ্যমে গৃহীত রেয়াতী সুবিধা (CPC) সংক্রান্ত তথ্য		
(ক) অডিট মেয়াদে গৃহীত রেয়াতী সুবিধার পরিমাণ		
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ কোন এস.আর.ও/আদেশ রয়েছে কি নাঃ		

(গ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে NBR কর্তৃক বিশেষ কোন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কি নাঃ		
(ঘ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঙ) গৃহীত রেয়াতী সুবিধা/সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর শর্তসমূহ প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(চ) গৃহীত সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর তালিকাঃ		
(ছ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত উপকরণ আমদানিকারকের উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণার (মূসক- ৪.৩) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি নাঃ		
(জ) অন্যান্যঃ		
১০. ERP (Enterprise Resource Planning)/SAP/অন্যান্য Software সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে অডিট করার ক্ষেত্রে উক্ত Software এ সংরক্ষিত ক্রয়, বিক্রয়, মজুদ, সরবরাহ, Trial Balance ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(খ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Financial Accounting Module হতে General Ledger, Payables, Receivables, Collections, Cash Management ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(গ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Financial Accounting Module হতে Costing, Cost Management ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(ঘ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর manufacturing Module হতে Bill of Materials, Work Orders, Capacity, Manufacturing Process, Manufacturing Flow ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(ঙ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Supply Chain Management Module হতে Purchasing, Inventory, Warehousing (receiving, put away, picking and packing) ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(চ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Order Processing Module হতে Order Entry, Pricing, Inventory, Sales Analysis and Reporting ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(ছ) অন্যান্যঃ		
১১. আমদানি নীতি/বিধিমালা সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য আমদানি করা হয়েছে কি নাঃ		

(খ) আমদানি নীতি আদেশ এর শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার তালিকা * 1		
(গ) আমদানি নীতি আদেশের শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কিা নাঃ		
(ঘ) পুনঃআমদানি/পুনঃরপ্তানির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঙ) অন্যান্যঃ		
১২. বিশেষজ্ঞ মতামত/রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
(ক) কোন Expert Opinion/Technical Opinion এর বাধ্যবাধকতা থাকলে তা প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(খ) আমদানিকৃত কোন পণ্য রাসায়নিক/অন্য কোন পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে কি নাঃ		
(গ) অন্যান্যঃ		
১৩. অনিষ্পন্ন/প্রক্রিয়াধীন বিষয়াবলী সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) রিফান্ড আবেদন অনিষ্পন্ন রয়েছে কি নাঃ		
(খ) রিফান্ড গৃহীত হয়েছে কি নাঃ		
(গ) দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি এর সংখ্যাঃ		
(ঘ) অনিষ্পন্ন ব্যাংক গ্যারান্টি এর সংখ্যাঃ		
(ঙ) ব্যাংক গ্যারান্টি অনিষ্পন্নের কারণঃ		
(চ) Noted but Not Assessed এ ধরনের কোন বিল অব এন্ট্রি অনিষ্পন্ন রয়েছে কি নাঃ		
(ছ) Assesed but Not Paid এ ধরনের কোন বিল অব এন্ট্রি অনিষ্পন্ন রয়েছে কি নাঃ		
(জ) অন্যান্যঃ		
১৪. রপ্তানি-পুনঃরপ্তানি সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাস্টমসে ঘোষিত রপ্তানি/পুনঃরপ্তানি সম্পন্ন হয়েছে কি না;		
(খ) রপ্তানিকালীন দলিলাদিতে এবং পুনঃরপ্তানিকালীন দলিলাদিতে পণ্যের বর্ণনা, পণ্যের পরিমাণ, কান্ট্রি অব এক্সপোর্ট এবং কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে পণ্য প্রেরণ করা হচ্ছে সকল কিছু একই কিনা;		
(গ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাস্টমসে ঘোষিত রপ্তানি/পুনঃরপ্তানির বিপরীতে প্রতিষ্ঠানের একাউন্টে লেনদেন বিবরণীর যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের গুদাম বা অন্যান্য প্রাঙ্গন থেকে পণ্যের প্রকৃত প্রস্থান যাচাই, ইস্যুকৃত চালান যাচাই করা হয়েছে কি না;		

* (তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)ঃ

(ঙ) রপ্তানিকালে ঘোষিত পণ্যের মূল্যের সাথে স্থানীয় পণ্যের বাজার মূল্য যাচাই করে দেখতে হবে উচ্চমূল্য বা কম মূল্য ঘোষণায় পণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে কিনা;		
(চ) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানই যদি পণ্যসমূহের উৎপাদনকারী হয়, তাহলে রপ্তানিকালীন সময়ে তার পর্যাপ্ত স্টক রয়েছে কিনা;		
(ছ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত পণ্যের পরিবহন রুট সম্পর্কিত তথ্যের সাথে পরিবহন কোম্পানীর রেকর্ড আড়াআড়ি যাচাই করা হয়েছে কি না;		
১৫. **সাময়িক আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত তথ্য**		
(ক) সাময়িক আমদানি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক অর্থাৎ আইন ও বিভাগীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না;		
(খ) সাময়িক আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যের শুল্কের শ্রেনীবিন্যাস যাচাই করা হয়েছে কি না, আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ও পরিমাণ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(গ) সাময়িক রপ্তানিতে ভিন্ন পণ্য রপ্তানি হতে পারে। এক্ষেত্রে সাময়িক আমদানি ও রপ্তানি পন্য একই কি না, আইনানুযায়ী অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানি হচ্ছে কি না;		
(ঘ) সাময়িক রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি যাচাই করতে হবে। সাময়িক আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণের সাথে রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমাণের তুলনা করে রপ্তানির সঠিকতা যাচাই করতে হবে;		
(ঙ) সাময়িক আমদানিকৃত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন একাউন্টসের (যেমন- মেশিনের ঋণ সংক্রান্ত একাউন্টস, ইজারা সংক্রান্ত একাউন্টস ইত্যাদি) তথ্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
১৬. প্রতিষ্ঠানের আমদানি/রপ্তানির পরিমাণ নির্ধারণ-		
(ক) আমদানিকারকের গুদাম পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে পণ্যের মজুদকরণের সাথে তার রেজিষ্ট্রারে লিখিত পরিমাণের মিল রয়েছে কি না;		
(খ) আমদানিকৃত পণ্যের সাথে দেশজ পণ্যের মিশ্রণ রয়েছে কি না;		
(গ) আমদানিকারকের প্রাঙ্গনে পণ্য গ্রহণ/আনলোড এর সময় পণ্যের চালান, পণ্যের আনপ্যাকিং ও মজুদ করার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) আমদানিকারকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথ কি না;		
(ঙ) আমদানিকারকের পণ্যের চালানপত্র, কমার্শিয়াল ইনভয়েস, ক্রয়াদেশ ও প্যাকিং লিস্ট যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(চ) পণ্যের ডেবিটনোট ও ক্রেডিট নোটের সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
১৭. পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন যাচাইকরণ-		
(ক) আমদানিকৃত পণ্যের ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত কি না;		
(খ) আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে কে কাকে পেমেন্ট করছে তা যাচাই করা হয়েছে কি না		

(গ) আমদানিকৃত পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) আমদানিকৃত পণ্যের মোড়কে মুদ্রিত লেখা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঙ) আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না;		
১৮. সিএন্ড এফ এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) আমদানি সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট এর তালিকা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(খ) ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য বৈধ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আছে কিনা;		
(গ) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নবায়ন করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) সিএন্ডএফ এজেন্টের ধরণ(Self C&F কি না);		
(ঙ) এজেন্ট রেজিস্টার্ড পার্সন বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত কিনা;		
(চ) কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা;		
(ছ) সঠিক রেকর্ড বজায় রাখা হয়েছে কিনা;		
(জ) অনিষ্পন্ন মামলা আছে কিনা;		
১৯. মামলা সম্পর্কিত তথ্য		
মামলা সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ যাচাই করা হয়েছে কি না		
(ক) কাস্টম হাউস/স্টেশনে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(খ) কমিশনার (আপীল) এর নিকট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(গ) ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(ঘ) হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(ঙ) আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(চ) অন্যান্য		
২০. নিরঙ্কুশ বকেয়ার তথ্য		
(ক) নিরঙ্কুশ কোন বকেয়া রয়েছে কি নাঃ		
(খ) নিরঙ্কুশ বকেয়ার পরিমাণঃ		
(গ) নিরঙ্কুশ বকেয়া আদায়ে গৃহীত কার্যক্রমঃ		
(ঘ) অন্যান্যঃ		
২১. পূর্ববর্তী অডিট সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) অডিট এর মেয়াদকালঃ		
(খ) অডিট মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ ও মূল্যঃ		
(গ) প্রাপ্ত HS Code সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		

(ঘ) প্রাপ্ত মূল্য সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ঙ) প্রাপ্ত CPC সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(চ) অন্যান্য অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ছ) অডিট এর সুপারিশ ও পরিপালন সংক্রান্ত তথ্যঃ		
(জ) অন্যান্যঃ		
২২. বর্তমান অডিট সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) অডিট আদেশ নং ও তারিখঃ		
(খ) অডিট এর মেয়াদকালঃ		
(গ) অডিট মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ ও মূল্যঃ		
(ঘ) প্রাপ্ত HS Code সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ঙ) প্রাপ্ত মূল্য সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা		
(চ) প্রাপ্ত CPC সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা		
(ছ) অন্যান্য অনিয়মের বর্ণনা		
(জ) অন্যান্য বিশেষ পরীক্ষা/নিবিড় পরীক্ষা বা তদন্তের বর্ণনা ও ফলাফল		
(ঝ) প্রাপ্ত অনিয়ম/শুল্ক ফাঁকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালার ধারা ও বিধির উল্লেখ		
(ঞ) মোট অপরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ		
(ট) সুপারিশ সমূহ		

Note: B/E বা অন্যান্য দলিলাদির সংখ্যা অনেক বেশি হলে Risk Management এর আওতায় Randomly যাচাই পূর্বক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

পরিশিষ্ট-৫: নিরীক্ষকের নোটবুক

(Auditor's Note Book)

(ক)	প্রতিষ্ঠানের নামঃ			
(খ)	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (হেড অফিসসহ):			
(গ)	নিবন্ধন/তালিকাভুক্ত নম্বর ও তারিখঃ			
(ঘ)	কার্যক্রমের প্রকৃতি (শিল্প/বাণিজ্যিক):			
(ঙ)	পণ্য বা সেবার নামঃ			
(চ)	অডিট আদেশ নং ও তারিখঃ			
(ছ)	অডিট এর মেয়াদ (অর্থবছর/সন):			
(জ)	অডিট এর সম্পাদনের সময়কালঃ			
(ঝ)	অডিট শুরুর তারিখঃ			
(ঞ)	পূর্বের অডিট সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি	অডিট এর সময়কালঃ		
		অডিট সম্পাদনকারী দপ্তরের নামঃ		
		ফলাফলঃ		
		অনিয়ম/ফাঁকির প্রকৃতিঃ		
		সর্বশেষ অবস্থাঃ		
(ট)	স্থানীয় পর্যায়ে সরবরাহ ও রপ্তানি করে কিনাঃ			
(ঠ)	বিভিন্ন এস আর ও সুবিধায় পণ্য আমদানি করে কিনাঃ			
(ড)	ERP/SAP ইত্যাদি সফটওয়ার ব্যবহার করে কিনাঃ			
(ঢ)	বর্তমান অডিট সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি	অডিট এর সময়কালঃ		
		ফলাফলঃ		
		অনিয়ম/ফাঁকির প্রকৃতিঃ		

বিঃ দ্রঃ পিসিএ দলের প্রত্যেক সদস্য নোটবুকে লিপিবদ্ধ দৈনিক নোটসমূহের বিপরীতে স্বাক্ষর করবেন ও প্রশ্নের উত্তরদাতার/উত্তরদাতাগণের সম্মতিক্রমে তাঁর বা তাঁদের স্বাক্ষর নেবেন।

৯.২ অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় ধাপসমূহের পরিশিষ্টসমূহ (পরিশিষ্ট ৬ – পরিশিষ্ট ১৫)

পরিশিষ্ট: ৬। CUSTOMS ACT, 1969 এর SECTION 83A এর অধীন কারণ দর্শানো নোটিশের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের জন্য Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারির লক্ষ্যে কারণ দর্শাও নোটিশ।**

সূত্রঃ (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

(২) প্রতিষ্ঠানের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: . . . . / . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... কেজি/..... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... কর্তৃক বি/ই নং-সি- ....., তারিখ: . . . /. . /.. . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত . . . . . নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত . . . . . নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . . .) = ... (কথায়:.. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। এমতাবস্থায়, কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . . (কথায়: . . . . . টাকা Customs Act, 1969

এর Section 83A এর বিধান মোতাবেক আপনার নিকট হতে কেন আদায় করা হবে না তার জবাব আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

৪। নির্ধারিত তারিখ বা তদ্পূর্বে এ নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস
কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে।
ফোন নং-.....

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: .... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-৭। The Customs Act, 1969 এর Section 83A এর অধীন শুনানীপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

বিষয়: বিল অব এন্ট্রি নং সি....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের জন্য Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারির লক্ষ্যে শুনানী গ্রহণ।

সূত্র : (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।
(২) প্রতিষ্ঠানের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।
(৩) এ দপ্তরের পত্র নং (..... কারণ দর্শাও নোটিশ.....), তারিখ: ..../...../..... খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ....., ঠিকানা:..... বিন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ:..... এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা:....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত/..... সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../ আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত/..... সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী/..... হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত/..... সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্কমুক্ত/..... সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় ..... (কথায়.....) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে ..... টাকা। অবশিষ্ট (..... - .....) = ... (.....) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা Customs Act, 1969 এর Section 83A এর বিধান মোতাবেক আপনার নিকট হতে কেন আদায় করা হবেনা তার জবাব চেয়ে সূত্রোক্ত (৩)নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়।

৫। এ বিষয়ে আগামী ...../...../..... খ্রি, তারিখ বেলা .....:..... ঘটিকায় ব্যক্তিগত শুনানীর তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হলো। উক্ত তারিখ ও সময়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস
কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে।
ফোন নং-.....

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
প্রতিষ্ঠানের নাম: .....
ঠিকানা: .....
বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-৮ l The Customs Act, 1969 এর Section 83A এর অধীন দাবিনামার নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং ....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . . (. . . . .) টাকা মাত্র সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী দাবিনামা জারি।**

সূত্র: (১) এ দপ্তরের পত্র নং....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি:।

(২) প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত ...../...../..... খ্রি. তারিখের জবাব।

(৩) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: (শুনানীপত্র)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ....., ঠিকানা: ..... বিআইএন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট টীম কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য, আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, নথিতে রক্ষেত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ... । . . . . . ।

৫। এমতাস্থায়, কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . (কথায়: . . . . . .) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী দাবিনামা জারি করা হলো। আগামী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা হলে Customs Act, 1969 এর Section 202 অনুযায়ী পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে।

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে দাবিকৃত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

নোট: পণ্য চালান শুল্কায়নের ৩ বছরের মধ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করতে হবে। তবে আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করলে Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী Section 83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

পরিশিষ্ট-৯। The Customs Act, 1969 এর Section 83A এর অধীন দাবীনামার অর্থ আদায়ের তাগিদপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

বিষয়: বিল অব এন্ট্রি নং সি....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ .....(.....) টাকা মাত্র সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের তাগিদপত্র।

সূত্র : (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি:।
(২) প্রতিষ্ঠানের ...../...../..... খ্রি. তারিখের জবাব।
(৩) এ দপ্তরের পত্র নং....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: (দাবীনামা)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান....., ঠিকানা: ..... বিআইএন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: এর মাধ্যমে ..... হতে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং-সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট টীম কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য, আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, নথিতে রক্ষেত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ...

৫। উক্ত কম আদায়কৃত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (কথায়: .....) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section-83A অনুযায়ী সূত্রোক্ত (৩) নং পত্রের মাধ্যমে দাবিনামা জারি করা হলেও অদ্যাবধি উক্ত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। আগামী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাবীনামায় উল্লিখিত উক্ত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অপরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা না হলে Customs Act, 1969 এর Section 202 অনুযায়ী পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস
কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে।

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
প্রতিষ্ঠানের নাম: .....
ঠিকানা: .....
বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে দাবিকৃত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(খ) পণ্য চালান শুল্কায়নের ০৩ (তিন) বৎসর অতিবাহিত হলে অপরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে করণীয় ধাপসমূহ

পরিশিষ্ট-১০। Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী কারণ দর্শানো নোটিশের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং সি....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের জন্য Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারির লক্ষ্যে কারণ দর্শাও নোটিশ।**

সূত্র: (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.

(২) প্রতিষ্ঠানের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ....., ঠিকানা: ..... বি আই এন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ:...../...../..... এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা:....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং-সি-....., তারিখ:...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../ আইন/...../...../ কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . .. . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading তথ্য ঘোষণা প্রদান করায় Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী Section 83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

৫। এমতাবস্থায়, কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . . (কথায়: . . . . . টাকা Customs Act, 1969 এর Section-83A এর বিধান মোতাবেক আপনার নিকট হতে কেন আদায় করা হবে না তার জবাব আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত তারিখ বা তদপূর্বে এ নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে।

ফোন নং-.....

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১১। Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section-83A অনুযায়ী শুনানীপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং- ..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং সি....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের জন্য The Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারির লক্ষ্যে শুনানী গ্রহণ।**

সূত্র: (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি.

(২) প্রতিষ্ঠানের পত্র নং ....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি.

(৩) এ দপ্তরের পত্র নং (..... কারণ দর্শাও নোটিশ.....) ...., তারিখ: ..../..../....খ্রি. ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ....., ঠিকানা: ..... বিন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: তারিখ:..... এর মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া থেকে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং-সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক

প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করায় Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী এর Section-83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

৫। উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . . (. . . . . .) টাকা Customs Act, 1969 এর Section 83A এর বিধান মোতাবেক আপনার নিকট হতে কেন আদায় করা হবেনা তার জবাব চেয়ে সূত্রোক্ত (৩)নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়।

৬। এ বিষয়ে আগামী . . . ./ . . . ./ . . . . খ্রি, তারিখ বেলা . . . .: . . . . ঘটিকায় ব্যক্তিগত শুনানীর তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হলো। উক্ত তারিখ ও সময়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৭। নির্ধারিত তারিখ বা তদপূর্বে এ নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/
জয়েন্ট/এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস

ফোন নং-.....

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব
কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১২। Customs Act, 1969 এর Section-83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী দাবীনামার নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং- ..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারি।**

সূত্রঃ (১) এ দপ্তরের পত্র নং....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি:।

(২) প্রতিষ্ঠানের ...../...../..... খ্রি. তারিখের জবাব।

(৩) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: (শুনানীপত্র)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ....., ঠিকানা: ..... বিন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: ...../...../.... এর মাধ্যমে কান্ট্রি: ..... থেকে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং-সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . .. . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করায় Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী Section 83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

৫। পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট টীম কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য, আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, নথিতে রক্ষিত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ...

৬। এমতাস্থায়, কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . . (কথায়: . . . . . .) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী দাবিনামা জারি করা হলো। আগামী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৭। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কম পরিশোধিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা হলে Customs Act, 1969 এর Section 202 জারিসহ পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে অবহিত করা হলো।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/এডিশনাল/
কমিশনার অব কাস্টমস

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: . . . . . ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে দাবীকৃত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

নোট: পণ্য চালান শুল্কায়নের ৩ বছরের মধ্যে Customs Act, 1969 এর Section-83A অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করতে হবে। তবে আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করায় Customs Act, 1969 এর Section-83B(2) অনুযায়ী Section-83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

পরিশিষ্ট-১৩। Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী দাবীনামার অর্থ আদায়ের তাগিদপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং সি....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ .....(.....) টাকা মাত্র সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের তাগিদপত্র।**

সূত্র: (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি:।

(২) প্রতিষ্ঠানের ...../...../..... খ্রি. তারিখের জবাব।

(৩) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: (দাবীনামা)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ., ঠিকানা: . . . . . বিআই নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ:...../...../..... এর মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া থেকে . . . . . নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা:....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং-সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করায় Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী Section 83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

৫। এমতাবস্থায়, কম আদায়কৃত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (কথায়: .....) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী সূত্রোক্ত (৩) নং পত্রের মাধ্যমে দাবিনামা জারি করা হলেও অদ্যবধি তা অপরিশোধিত উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। আগামী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাবীনামায় উল্লিখিত উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা হলে Customs Act, 1969 এর Section 202 অনুযায়ী পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/এডিশনাল/
কমিশনার অব কাস্টমস

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিআই নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: . . . . . ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে দাবীকৃত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার
অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১৪। ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং- ..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিজ্ঞপ্তি নং....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি.

বিষয় : সরকারী রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 202(1)(f) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ..... নামীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবসমূহ অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করণ।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

সূত্র : ১। এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.

২। এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ..... ঠিকানা: ..... বিআইএন নং..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি., বিএল নং-..... এর মাধ্যমে ..... হতে .....মে.টন/..... নামীয় পণ্যচালান আমদানিপূর্বক খালাসের জন্য আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট..... ঠিকানা: ..... এআইএন নং ..... কর্তৃক বি/ই নং সি-....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: এ দপ্তরে দাখিল করা হয়।

৩। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, সূত্রীয় পত্র নং ..... এর মাধ্যমে দাবীনামা জারি করা হয় এবং সূত্রীয় পত্র নং ..... এর মাধ্যমে তাগিদপত্র প্রদান করা হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান দাবীকৃত শুল্ক-করাদি বা অর্থদন্ড সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেননি।

৫। এমতাবস্থায়, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ..... ঠিকানা: ..... বিআইএন নং ..... এর বিপরীতে সকল ব্যাংক হিসাবের (যদি থাকে) যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেন Customs Act, 1969 এর Section 202(1)(f) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই পত্র জারি হতে ১ (এক) বছর অথবা আলোচ্য শুল্ক-করাদি পরিশোধ, যাহা পূর্বে ঘটে, পর্যন্ত অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করার জন্য অনুরোধ করা হলো। ব্যাংক হিসাবটি অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ দপ্তরকে অবহিত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, উক্ত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা হওয়া মাত্রই ব্যাংক হিসাবটি পরিচালনযোগ্য (Unfreeze) করার জন্য পত্র জারি করা হবে।

৬। বিষয়টি রাষ্ট্রের পক্ষে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে, Customs Act, 1969 এর Section 7 অনুযায়ী আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস
কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে
ই-মেইল .....
ফোন নং-.....

প্রাপক : ----------

[সকল ব্যাংক]

পরিশিষ্ট-১৫। ব্যাংক হিসাব পরিচালনযোগ্য (Unfreeze) করণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

Web:..... E-mail: .....

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী পাওনা পরিশোধ করায় Customs Act, 1969 এর Section 202(1)(f) অনুযায়ী জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি নং-.....; তারিখ-.../..../..... খ্রি. প্রত্যাহারকরণ।

সূত্র : এ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ..... ঠিকানা: ..... বিআইএন নং..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি., বিএল নং-..... এর মাধ্যমে ..... হতে .....মে.টন/..... ..... নামীয় পণ্যচালান আমদানিপূর্বক খালাসের জন্য আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট..... ঠিকানা: ..... এআইএন নং ..... কর্তৃক বি/ই নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিল করা হয়।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় .. . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য। আরোপিত অর্থদন্ড আদায়ের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি নং-....., তারিখ:...../...../.....খ্রি. জারীপূর্বক প্রতিষ্ঠানের বিআইএন নং ....., Lock করা হয়।

৪। পরবর্তীতে আমদানিকারক অর্থদন্ড বাবদ ..... (.....) টাকা টি আর চালান নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিঃ, ... শাখা, চট্টগ্রাম/..... এ আদায় করা হয়। এমতাবস্থায়, আমদানিকারকের বিরুদ্ধে Customs Act, 1969 এর Section 202(1)(f) অনুযায়ী জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. প্রত্যাহার করা হলো।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব
কাস্টমস

কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে

প্রাপক :

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, (সকল ব্যাংক)।

৯.৩ অসত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে শুল্ক-করাদিসহ জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে করনীয় ধাপসমূহের পরিশিষ্টসমূহ (পরিশিষ্ট ১৬- পরিশিষ্ট ২২)

পরিশিষ্ট-১৬। অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে Section 32(4) অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক-করাদি নির্ধারণের লক্ষ্যে Section 32(2) অনুযায়ী কারণ দর্শানো নোটিশের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে Customs Act, 1969 এর Section-32(4) অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক-করাদি নির্ধারণের লক্ষ্যে Section-32(2) কারণ দর্শাও নোটিশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: . . . . . কর্তৃক এলসি নং-. . . . . ., তারিখ: . . . . . / . . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: . . . . /. . . ./. . . . . খ্রি. এর মাধ্যমে . . . . . দেশ হতে . . . . . কেজি/. . . . . ., ... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: . . . . . এআইএন: . . . . . কর্তৃক বি/ই নং- সি- ....., তারিখ: . . . . . /. . . . /. . . . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

অনিয়মের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন। আলোচ্য পণ্য চালানের ক্ষেত্রে অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে আমদানি করায় কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ ..... টাকা, যা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে অসত্য এইচএসকোড ঘোষণা প্রদান করে আমদানি করা হয়েছে, যা Customs Act, 1969 এর Section-32(1) এ বর্ণিত অপরাধ এবং একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৫। এমতাবস্থায়, কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আপনার নিকট হতে কেন আদায় করা হবেনা তার জবাব ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত তারিখ বা তদপূর্বে এ নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ই-মেইল
.....
ফোন নং-.....

প্রাপক ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ : ...../...../..... খ্রি.

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১৭। অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রদেয় শুল্ক-করাদি নির্ধারণের লক্ষ্যে Section 32(4) অনুযায়ী শুনানীপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে Customs Act, 1969 এর Section 32(4) অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক-করাদি নির্ধারণের লক্ষ্যে শুনানী গ্রহণ।

সূত্র: ১। বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

২। এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: . . . / . . /. . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . ., তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... কেজি/..... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ..... এআইএন:..... কর্তৃক বি/ই নং- সি- ....., তারিখ: . . . /. . /.. . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন। আলোচ্য পণ্য চালানের ক্ষেত্রে অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে আমদানি করায় কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ ..... টাকা, যা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য পণ্য চালানের ক্ষেত্রে অসত্য এইচএসকোড ঘোষণা প্রদান করে আমদানি করা হয়েছে। যা Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ এবং একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৫। কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 32(2) এর বিধান অনুযায়ী সূত্রোক্ত (২)নং পত্রের মাধ্যমে কারণ দর্শাও জারি করা হয়।

৬। এ বিষয়ে আগামী ...../...../..... খ্রি, তারিখ বেলা .....:..... ঘটিকায় ব্যক্তিগত শুনানীর তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হলো। উক্ত তারিখ ও সময়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৭। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ই-মেইল .....
ফোন নং-.....

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিষ্ঠানের নাম: .....
ঠিকানা: .....
বিন নম্বর: .....

নথি নং-.....
খ্রি.

তারিখ : ...../...../.....

<u>অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-</u>

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে লিখিত/মৌখিক বক্তব্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব
কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১৮। অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রদেয় শুল্ক-করাদি নির্ধারণ সংক্রান্ত Section 32(2) অনুযায়ী দাবিনামার নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে Customs Act, 1969 এর Section 32(4) অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . . (. . . . . .) টাকা নির্ধারণ।

সূত্র: ১। বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

২। এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: . . . . . কর্তৃক এলসি নং-. . . . . ., তারিখ: . . . . . / . . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: . . . . /. . . . /. . . . খ্রি. এর মাধ্যমে . . . . . দেশ হতে . . . . . কেজি/. . . ., ... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট . . . . . ঠিকানা: . . . . . এআইএন: . . . . . কর্তৃক বি/ই নং- সি-. . . . . তারিখ: . . . /. .. /. . . . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন। আলোচ্য পণ্য চালানের ক্ষেত্রে অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে আমদানি করায় কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ ..... টাকা, যা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৪। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে অসত্য এইচএসকোড ঘোষণা প্রদান করে আমদানি করা হয়েছে। যা Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ এবং একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৫। কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ..... (.....) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section-32(2) এর বিধান অনুযায়ী সূত্রোক্ত (২)নং পত্রের মাধ্যমে কারণ দর্শাও জারি করা হয় এবং সূত্রোক্ত (.....) পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারক/তার মনোনীত প্রতিনিধির ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিত বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, ... । আমদানিকারক/মনোনীত প্রতিনিধি শুনানীকালে মৌখিক বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, ... ।

৬। অডিট প্রতিবেদন, আমদানিকারকের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য, আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ...।

৭। এমতাবস্থায়, আমদানিকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে Customs Act, 1969 এর Section 32(4) অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা নির্ধারণ করা হলো। উক্ত নির্ধারিত প্রদেয় শুল্ক-করাদি আগামী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ই-মেইল
.....
ফোন নং-.....

প্রাপক:
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
প্রতিষ্ঠানের নাম: .....
ঠিকানা: .....
বিন নম্বর: .....

নথি নং-.....

তারিখ :

...../...../..... খ্রি.

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে উক্ত নির্ধারণকৃত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি

কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১৯। অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ন্যায় নির্ণয়নের লক্ষ্যে Section 180 অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 156(1) অনুযায়ী ন্যায় নির্ণয়নের লক্ষ্যে একই আইনের Section 180 অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশ জারিকরণ।

সূত্র: এ দপ্তরের পত্র নং . . . . . ., তারিখ: . . . . /. . . . /. . . . খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: . . . . . কর্তৃক এলসি নং-. . . . . ., তারিখ: . . . . . / . . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: . . . . / . . . . / . . . . খ্রি. এর মাধ্যমে . . . . . দেশ হতে . . . . কেজি/. . . ., ... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট . . . . . ঠিকানা: . . . . . এআইএন: . . . . . কর্তৃক বিল অব এন্ট্রি নং সি- . . . . . ., তারিখ: . . . . . /. . . . /. . . . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

অনিয়মের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন। আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত এইচএসকোড-এ ঘোষণা প্রদান না করে পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যা একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৪। এমতাবস্থায়, অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 156 (1) এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী কেন অর্থদন্ড আরোপ করা হবে না তার জবাব ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

৫। নির্ধারিত তারিখ বা তদ্পূর্বে এ নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ই-মেইল
.....
ফোন নং-.....

প্রাপক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ : ...../...../..... খ্রি.

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব
কাস্টমস

পরিশিষ্ট-২০। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় ন্যায় নির্ণয়নের লক্ষ্যে শুনানী গ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 156 (1) অনুযায়ী ন্যায় নির্ণয়নের লক্ষ্যে শুনানী গ্রহণ।

সূত্র: এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনিয়মের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: . . . . . কর্তৃক এলসি নং-. . . . . ., তারিখ: . . . . . / . . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর মাধ্যমে. . . . . দেশ হতে ..... কেজি/....., ... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট . . . . . ঠিকানা: . . . . . এআইএন: . . . . . কর্তৃক বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: . . . . . /. . . . /. . . . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন। আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত এইচএসকোড-এ ঘোষণা প্রদান না করে পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যা একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৪। এমতাবস্থায়, অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 180 এর বিধান অনুযায়ী সূত্রোক্ত (২)নং পত্রের মাধ্যমে কারণ দর্শাও জারি করা হয়।

৫। এ বিষয়ে আগামী ...../...../..... খ্রি, তারিখ বেলা .....:..... ঘটিকায় ব্যক্তিগত শুনানীর তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হলো। উক্ত তারিখ ও সময়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত তারিখ বা তদ্পূর্বে এ নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ই-মেইল
.....
ফোন নং-.....

প্রাপক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-.....

তারিখ :

...../...../..... খ্রি.

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে লিখিত/মৌখিক বক্তব্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-২১। অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে Section 156(1) অনুযায়ী বিচারাদেশের নমুনা

অনিয়মের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টম হাউস, ...

Web: . . . . . E-mail:. . . . . .

আদেশ নং. . . . . তারিখ:. . . . ./ . . . . . /. . . . . .খ্রি.

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা: . . . . . ., কমিশনার/ . . . . . .অব কাস্টমস।

"আদেশ (মূল)"

বি.দ্র.

১। আদেশের এই কপিটি যার নামে জারি করা হয়েছে তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশ জারি হওয়ার তারিখ থেকে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর বরাবরে এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যাবে।

''মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ''

৩। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: . . . . . / . . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... কেজি/....., ... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... কর্তৃক বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: . . . . . /. . . . /. . . . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

৪। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন।. . . . . অডিট রিপোর্ট এবং পণ্যের নমুনা দৃষ্টে, BCT ও Explanatory Notes এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে পণ্যটি ....., যা GRI Rule-1 এবং Rule-6 অনুযায়ী H.S. Code ..... শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য। এছাড়া আলোচ্য পণ্য প্রতি কেজি ..... মার্কিন ডলার শুল্কায়নযোগ্য। আমদানিকারকের ইনভয়েসে ঘোষিত পণ্যের এইচ.এস.কোড ও মূল্য এবং অডিট টীম কর্তৃক সুপারিশকৃত মূল্যের পার্থক্যজনিত শুল্ক করাদি .....(.....) টাকা যা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য। আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত এইচএসকোড-এ ঘোষণা প্রদান না করে পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যা একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৫। এমতাবস্থায়, অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 180 এর বিধান অনুযায়ী আমদানিকারকের বরাবরে কারণ দর্শাও জারি করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়।

৬। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত বক্তব্য: প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আলোচ্য বিষয়ে নিম্নরূপ লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। . . . . . ।

পর্যালোচনা

৭। পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট টীম কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য, আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, নথিতে রক্ষিত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন।. . . . . অডিট রিপোর্ট এবং পণ্যের নমুনা দৃষ্টে, BCT ও Explanatory Notes এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে পণ্যটি ....., যা GRI Rule-1 এবং Rule-6 অনুযায়ী H.S. Code ..... শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য। এছাড়া আলোচ্য পণ্য প্রতি কেজি ..... মার্কিন ডলার শুল্কায়নযোগ্য। আমদানিকারকের ইনভয়েসে ঘোষিত পণ্যের এইচ.এস.কোড ..... ও মূল্য ..... মার্কিন ডলার এবং অডিট টীম কর্তৃক সুপারিশকৃত মূল্যের পার্থক্যজনিত শুল্ক করাদি .....(.....) টাকা, যা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৮। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে পণ্য আমদানি করেছেন, যা Customs Act, 1969-এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ এবং একই আইনের Section 156(1)-এর Table-ভুক্ত Clause-14 অনুযায়ী দন্ডযোগ্য।

আদেশ

৯। পণ্যচালানটির ক্ষেত্রে আমদানিকারকের Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় একই আইনের Customs Act, 1969 এর Section 156 (1) এর Table Clause 14 অনুযায়ী আমদানিকারকের উপর ...../- (.....) টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হলো। উক্ত আরোপিত অর্থদন্ড এই আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ ও প্রযোজ্য আনুষ্ঠানিকতা পরিপালনের আদেশ দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, জরিমানার অর্থ শুল্ককরাদির অতিরিক্ত হিসাবে আদায়যোগ্য হবে। আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে সংঘটিত অনিয়মের দায়ে এ ন্যায় নির্ণয়ন করা হলো।

(. . . . .)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ফোন নং-. . . . . .

প্রাপক:
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঠিকানা: . . . . . .
বিআইএন নম্বর: . . . . . .

নথি নং- . . . . . তারিখ: . . . /. . . /. . . . খ্রি.

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: . . . . . .ঠিকানা: . . . . . এআইএন নম্বর: . . . . . (তাঁকে পত্রটি আমদানিকারকের নিকট পৌঁছিয়ে আদেশে উল্লিখিত অর্থদন্ড, জরিমানা এবং প্রযোজ্য শুল্ক করাদি সরকারি কোষাগারে পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হলো)।

২। পিএ টু কমিশনার, কাস্টম হাউস, ... (কমিশনার মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)।

৩। গার্ড নথি (যোগাযোগ শাখা), কাস্টম হাউস, ... ।

৪। অফিস কপি।

[. . . . .]

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার

পরিশিষ্ট-২২: অডিট সম্পাদন রেজিস্টার

অডিট সম্পন্ন হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের তথ্যঃ

কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নামঃ

মাসের নামঃ

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও BIN নম্বর	অডিটের আদেশ নং ও তারিখ	অডিট প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	অডিটের মেয়াদ (অর্থবছর/ সন)	অডিটে উদঘাটিত রাজস্ব	আদায়কৃত রাজস্ব	অনাদায়ী রাজস্ব	অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের সর্বশেষ কার্যক্রমের তারিখসহ বর্ণনা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	মোট :								

	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে **মোহাম্মদ সফিউর রহমান** প্রথম সচিব কাস্টমস: আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

তরফদার সোহেল রহমান
উপসচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd